উপন্যাস

সেই গুমের পর

আনিসুল হক



আবুল বাশার কখন গুম হয়ে যান, তা নিয়ে মতভেদ আছে। সেটা বিকাল তিনটাও হতে পারে, চারটাও হতে পারে। সঠিক সময় তারাই বলতে পারবেন, যারা তাকে গুম করেছেন। তার দুই মেয়ে মুমু ও কুমু ঢাকার একটা দামি ইংরেজি স্কুলে যথাক্রমে ক্লাস সেভেনে ও থ্রিতে পড়ে, তারা ব্যাপারটা পরের দিন দুপুরের আগে টের পায় নি। তাদের ড্যাডি রাতে এসেছে কি আসে নি, তারা খুব দুশ্চিন্তা করে নি, কারণ পরের দিন তাদের স্কুল ছিল, সকাল পৌনে সাতটায় তাদের ঘুম থেকে রোজ উঠতে হয়, কাজেই তারা রাত দশটার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাদের ড্যাডি আবুল বাশার কোনো কোনো রাতে দেরি করে ফেরেন, এটা তারা ভালোমতোই জানে। কাজেই তারা ডিনার করে অন্য যে-কোনো রাতের মতোই দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল। পরের দিন সকালবেলা ঘুম থেকে জেগে তারা দেখে মা বিছানায় পা ছড়িয়ে কাঁদছেন। মাম কী হয়েছে, কাঁদছ কেন, মুমু জিগ্যেস করেছিল, মা চোখের পানি মুছতে মুছতে এবং নাকের পানি টানতে টানতে বলেছিলেন, কিছু হয় নাই, তোরা স্কুলে যা।

কাঁদছ কেন মাম ? কুমু মার কাছে গিয়ে বলেছিল। মায়ের কান্না দেখলে তারও খুব কান্না পায়।

তাদের মা, সাবিনা ইয়াসমিন, বলেছিলেন, কিছু না। তোদের বাবা রাতের বেলা বাসায় আসে নি। মোবাইল ফোনও বন্ধ পাচ্ছি।

ছোটটা, কুমু, দেখতে একটা জাপানি পুতুলের মতো, বলেছিল, ড্যাডি আসে নি কেন, ড্যাডির কী হয়েছে ?

কী হবে, ঢং হয়েছে, সাবিনা ইয়াসমিন বলেছিলেন।

মুমু বলেছিল...সে লম্বায় এরই মধ্যে ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি হয়ে গেছে, শুকনো রোগা পটকা, সামনের দাঁতটা একটু বড়, রঙ মায়ের মতোই, হলদেটে ফরসা...এই কুমু চল চল দেরি হয়ে যাচ্ছে। তার বয়স ১৪, সে এখন অনেক কিছু বোঝে, এই রকমই তার ভাব।

বাবা-মার ঝগড়া হয়েছে, কাজেই বাবা রাতে ফেরেন নি, তাই মা কাঁদছেন, মুমু সহজ একটা অংক কষে সুন্দর একটা উপসংহারে পৌঁছেছিল। কাজেই তাদের বাবা যে গুম হয়ে গেছেন, এটা তারা [illegible] করতে পেরেছিল আরও পরে।

তাদের মা সাবিনা ইয়াসমিন ওই অপরাহ্নে ছিলেন জিমনেসিয়ামে। জিমনেসিয়ামে থাকার সময় তার মোবাইল ফোন অফ করে রেখেছিলেন। কারণ সামনে মুমুর জন্মদিনে তারা ঢাকা ক্লাবে একটা পার্টি দেবেন, সেখানে তিনি নিজেকে স্লিম হিসেবে হাজির করবেন, এখন তার ওজন ৭২ কেজি, এটাকে তিনি ৫৮তে নিতে চান, [illegible] কেজি কমানোর এক মহান কঠিন ব্রতে নিজেকে তিনি সমর্পণ করেছেন।

মেয়েদের ফিগার যে কত রকমের হতে পারে, এই সুইমিং পুলে এলে বোঝা যায়। কেউ বা তরবারির মতো, ঝকঝকে, তীক্ষ্ণ, খাড়া, কেউ বা জলহস্তির মতো, এতই মোটা। কাউকে দেখতে লাগে কুমিরের মতো, কেউবা গণ্ডারের মতো, কাউকে দেখলে মনে হয় চঞ্চল বন-হরিণী। কাউকে দেখলে মনে হবে মোষ, পানিতে পুরো গা ডুবিয়ে শুধু নাকটা বের করে রেখেছে। কেউ বা আবার রাজহংসিনী, কী রকম স্বচ্ছ পানিতে পা ভাসিয়ে তড়তড়িয়ে সাঁতার কেটে যাচ্ছে।

যারা ব্যায়াম করে, শরীরচর্চা করে, তারা কি মোটা হয় ?

সাবিনার বাবা বলতেন, ময়লা থাকে সাবানে। তোমার হাতদুটো হয়তো পরিষ্কার, তুমি সেই পরিষ্কার হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে দেখো, কত ময়লা বের হবে। কোত্থেকে এলো ? সাবান থেকে। ময়লা থাকে সাবানে।

তার বাবার কথাটা সাবিনার মনে হয়, যখন জিম করতে এই জিমনেসিয়ামে আসে। তার মনে হয়, জিম করলে কি মানুষের ওজন বাড়ে! যে ডায়েট কন্ট্রোল করে, যে কম খায় বা হিসেব করে খায়, সে-ই বেশি মোটা হয়! তা না হলে এই জিম ভরা শুধু মোটা মোটা মহিলা কেন ?

আবুল বাশার, রসিক মানুষ, সাবিনার মুখে এই প্রশ্ন শুনে বলেছিল, হইতে পারে, যে সাঁতার কাটে, হইতে পারে, হে হয়তো মোটা হয়। যেমন ধরো তিমি মাছ। এত যে সাঁতার কাটে, কই হে তো তোমার মতো স্লিম হয় না!

সাবিনা কপট রাগে নাকটা ফুলিয়ে বলেছিল, আমাকে কেন খোঁচা দিচ্ছ, আমি যে মুটিয়ে গেছি, সেটা আমি খুব ভালো করে জানি। কুমুর জন্মের সময়ে সেই যে মোটা হলাম, আর তো ওয়েট কমাতেই পারছি না। এবার দেখো ঠিকই ওজন কমাব।

ওজন কমানোর জন্য সাবিনা যে রোজ দুপুরবেলা, বাচ্চারা স্কুল থেকে ফিরে এসে লাঞ্চ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ার পর জিমনেসিয়ামে যায়, সেটা সে আবুল বাশারকে বলে নাই। আবুল বাশারকে সে চমকে দিতে চেয়েছিল... যাকে বলে সারপ্রাইজ দেওয়া আর কী!

ওই বিকালে, সাবিনা জিমনেসিয়ামে গিয়ে প্রথমে ট্রেডমিল করেছিল, ৪০ মিনিট সে হেঁটেছে ওই ঘুরন্ত ফিতার ওপরে, তখন সামনের টেলিভিশনে হিন্দি সিরিয়ালের সাউন্ড অফ করা ছিল, কিন্তু বড় সাউন্ড বক্সে সমস্ত জিম জুড়েই একটা ইংরেজি মিউজিক ড্রিম ড্রিম করে বাজছিল। হিন্দি সিরিয়ালটার এই পর্ব সাবিনার আগের রাতেই দেখা, কাজেই সংলাপ না থাকা সত্ত্বেও তার নাটকটা দেখতে কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না, বরং সেদিকেই নজর থাকায় ৪০ মিনিট কোন দিক দিয়ে চলে গিয়েছিল, সে টের পায় নি। হাঁটার পর ঘর্মাক্ত শরীর নিয়ে সে ড্রেসিংরুমে এসে ড্রেস পাল্টে সাঁতারের ড্রেস পরে নিয়েছিল। এই সুইমিং পুলে সাঁতারের পোশাক ছাড়া কোনো রকমের সুতির কাপড় পরে নামা নিষেধ। ট্রেডমিলে হাঁটার সময়ে [illegible] পরা ছিল, উপরন্তু তার কোমরে একটা আলগা বন্ধনী ছিল, তা[illegible] পৃথুল পেটটাকে সামলানোর জন্য এই বন্ধনীটি ব্যায়ামের সময়ে খুব দরকার হয়ে থাকে। সেসব খুলে সুইমিং কস্টিউম পরে নিয়ে তার নিজেকে হালকা বোধ হয়েছিল। মাথায় একটা রবারের ক্যাপ পরে [illegible] চুল, যা বিউটি পারলারে স্টেপ কাট করে নেওয়া, সে ঢেকে নিয়েছিল। সুইমিং পুলের কাছে গিয়ে চোখে সাঁতারের চশমাও পরে নিয়েছিল সে। কানে ঢুকিয়ে নিয়েছিল বিশেষ ধরনের ছিপি, যাতে তার কানে কোনো পানি না ঢোকে। সাঁতার সে ভালোই পারে। সাবিনা গ্রামের মেয়ে, বাড়িতে পুকুর ছিল, কাজেই সাঁতার সে কবে কীভাবে শিখেছে, সেটা সে মনেও করতে পারে না। গরুর বাছুরের মতোই সে যেন জন্ম থেকেই সাঁতার জানে। (তবে বাছুর জন্ম থেকে হাঁটতে জানে, সাবিনা হেঁটেছে এক মাস একদিন বয়সে, মা বলেন)

সুইমিং পুলে নেমে সে একবার বুক সাঁতার একবার চিৎ সাঁতার দিয়ে এ পাশ থেকে ও পাশ ও পাশ থেকে এ পাশে এসেছিল। তখন এক জলহস্তিনী পুলে নেমে পড়ে এবং হেলিকপ্টারের মতো করে সামনের দু'হাত পেছনের দু'পা ঘোরাতে থাকে। পুরো পুলে ভীষণ আওয়াজ ও ঢেউ ওঠে। সাবিনা খুবই বিরক্ত বোধ করেছিল। এই সময় সে পুলের ধারে কোমর পানিতে দাঁড়ায়।

তখন রূপা ভাবি পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি ভীষণ মোটা, ধানমণ্ডিতে থাকেন, তার স্বামী প্রাক্তন মন্ত্রী, সেই কারণে রূপা ভাবিকে সবাই চেনে। রূপা ভাবি এসে বলেছিলেন, ওজনটা যে কবে কমবে, স্বামী তো আমার হাঁটুতেই সব কাম সারে, জায়গা পর্যন্ত রিচই করতে পারে না।

রূপা ভাবি অশ্লীল কথা বলার জন্য এই জিমে খুব বিখ্যাত।

সাবিনা বলেছিল, ভাবি দেখছেন, কী রকম সাঁতার কাটে, পুরা পুলের অবস্থা খারাপ।

রূপা ভাবি মুখ টিপে বলেছিলেন, ধান মাড়াইয়ের মেশিন চলতেছে। পানিতে না নামায়া তার হাতে-পায়ে ধানের আঁটি ধরলে মাড়াই হইয়া যাবে। অটোমেটিক মেশিন।

সাবিনার হাসি পায় নি। কারণ সে বিরক্তি বোধ করছিল। অন্তত ১২ বার সে পুলের এই মাথা থেকে ওই মাথা যাওয়া-আসা করবে। এই জলহস্তিনীর জন্য সেটা সম্ভব হচ্ছে না।

জলহস্তিনীটাকে কীভাবে নিবৃত করা যায়, এই নিয়ে সে ভাবিত ছিল।

কিন্তু ততক্ষণে আলাপ জমে ওঠে। আরও কয়েকজন পুলের ধারে এসে সমবেত হয়। কেউ পা পানিতে ডুবিয়ে বসে। কেউ বা পুলের ধারে চিৎ হয়ে শোয়। কেউ বা কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের আলাপের বিষয় হারবাল পদ্ধতিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ। নিমপাতা বাটা দিলে নাকি পেটে বাচ্চা আসে না। মহিলাদের মধ্যে এই বিষয় নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ দেখা দেয়। একজন তরুণী এসে বলে, ভাবি, নিমপাতা বাটা কোথায় দেব ?

রূপা ভাবি বলেন, তুমি আবার কই দিবা ? তুমি বিয়া করছ ?

আরেকজন বলে, ও ভাবি, কী কন। বিয়া না করলেই তো প্রটেকশন লাগে। বিয়া করার পরে প্রটেকশন থাকলেই কি না থাকলেই কি ?

রূপা ভাবি বলেন, ও তাই তো। শোনো, ঘরে সিলিংফ্যান আছে না। সেইটার পাখায় নিমপাতা মাইখা নিচে করবা। বুঝলা কিনা ? সবাই আবার হিহি করে হেসে উঠলে পুলের জলও যেন চমকে ওঠে।

সাবিনা পুল থেকে উঠে পড়েছিল।

শাওয়ারে গিয়ে স্নান সেরে কাপড় পাল্টে সে সালোয়ার-কামিজ পরে নিয়েছিল। তারপর ব্যাগে হাত দিয়ে মোবাইল ফোনটা বের করে সে সেটাকে অন করে নিয়েছিল স্বাভাবিক নিয়মেই। তার মিস্‌ড কল এলার্ট দেওয়া আছে। আবুল বাশার ফোন করে থাকলে সেটা তার জানার কথা। কিন্তু একটাই মিস্‌ড কল, সেটা বাসা থেকে। আবুল বাশার ফোন করে নি দেখে সাবিনার খানিকটা ভারমুক্তই মনে করেছিল নিজেকে। সে যে আবুল বাশারকে না জানিয়েই জিমে আসে, এই ব্যাপারে তার একটা অপরাধবোধ, এক ধরনের উত্তেজনা কাজ করে।

নিজের বাড়ির ল্যান্ডফোনে একটা কল দিয়েছিল সাবিনা।

কাজের মেয়ে মহুয়া ফোনটা রিসিভ করেছিল। হ্যালো, স্লামালে[illegible], কে বলছেন ?

এই ফোন করেছে কে ?

মুমু আপা।

কেন ? ওকে দে তো ?

আমি শুনতেসি, তুমি বলো, প্যারালাল ল[illegible] হ[illegible]সেট ধরেছিল মুমু।

এই মহুয়া, তুই রাখ। মুমু বলো, ফোন [illegible]ছিলে কেন ?

এমনি। তুমি কই ? তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করতেসে।

আমি যেখানেই থাকি। তুমি কী করো ? হরলিক্স খেয়েছ ?

না খাব না।

কেন খাবে না কেন ?

হরলিক্স ভালো লাগে না।

না লাগলেও খেতে হবে।

না খাব না। আমি বেশি লম্বা হয়ে গেছি। আমার বয়ফ্রেন্ড জুটবে না।

অ্যাই। এত তাড়াতাড়ি বয়ফ্রেন্ডের চিন্তা তোমাকে কে করতে বলেছে ?

হি হি। তোমাকে খেপানোর জন্য বললাম। আমার কোনো বয়ফ্রেন্ড লাগবে না। তুমি আসো তাড়াতাড়ি। মুমু বলেছিল।

ধানমণ্ডি সাত নম্বর সড়কের ফ্ল্যাটবাড়িতে ফিরে এসে তারপর সাবিনা আবুল বাশারের মোবাইলে কল করেছিল।

বাসাটা ছয়তলায়। ছয়তলা ভবনের সর্বোচ্চ তলা। গ্রীষ্মকালে বেজায় গরম। প্রায় সারাক্ষণই তাই তাদেরকে এসি অন করে রাখতে হয়। ১৯০০ স্কয়ার ফিটের ভাড়া বাসা। উত্তরমুখী বাড়ির ভবনের পেছনের দিকে তাদের ফ্ল্যাট। বাড়ির পেছনের বারান্দায় দাঁড়ালে দক্ষিণের বাতাস কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়। নিচে তাকালে একটা নিমগাছের টপভিউ চোখে পড়ে।

নিজেদের একটা ফ্লাট কবে হবে, এই নিয়ে সাবিনা মাঝে মধ্যেই অনুযোগ করে আবুল বাশারকে। আবুল বাশার বলে, এবার আর ফ্ল্যাট না, একেবারে বাড়ি করব। নিকেতনে প্লট কিনছি।

হ্যান্ডসেটটা নিয়ে বারান্দায় এসে আবুল বাশারের মোবাইলে কল দিয়েছিল সাবিনা।

ল্যান্ডফোন থেকে ফোন দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো তাকে জানিয়ে দেওয়া যে সে বাসায় আছে, আর কোথাও নয়। রিং হয়েছিল কয়েকবার, কিন্তু আবুল বাশার ফোন ধরে নি।

সাবিনা খুব রাগ করেছিল।

এরপরে আবুল বাশারের ফোন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

তখন সাবিনার ক্রোধ হয়েছিল ভীষণ।

আবুল বাশার আরেকটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে একজন মডেলকে সেখানে রেখেছে, এই রকম একটা খবর তার কাছে আসছিল কিছুদিন থেকেই। সে কোনো কূলকিনারা পাচ্ছিল না। শেষে একদিন আবুল বাশারকে সে জিগ্যেসই করেছিল। আবু[illegible] বাশার হাসতে হাসতে চেয়ার থেকে পড়ে গিয়েছিল। অথবা চেয়[illegible] [illegible] পড়ে যাওয়ার অভিনয় করেছিল। সে বলেছিল, পানি উন্নয়[illegible] [illegible] কন্ট্রাক্টরদের মধ্যে মোট তিনজন বাশার আছে, তার মধ[illegible] [illegible] [illegible]বুল বাশার, একজন এমএ বাশার, আরেকজন বাশার মি[illegible] [illegible] [illegible]শার একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে একজনরে থুইছে বটে, সে[illegible] [illegible] তবে এই বাশার সেই বাশার নয়। ওই মডেলের সঙ্গে এম [illegible] বাশা[illegible] [illegible]ভিডিও-ও বার হইছে। তুমি চাইলে তোমারে দেখামু নে।

[illegible] ভিডিও দেখতে চাই না। সাবিনা বলেছিল। কিন্তু আবুল [illegible]শ[illegible] সাবিনাকে এই ভিডিও দেখানোর চেষ্টা ছেড়ে দেয় নি। তার দামি [illegible]ইল ফোন, যাতে নানা ধরনের অ্যাপ্লিকেশন আছে, সেটায় একটা ভিডিও ওপেন করে আবুল বাশার এক অসতর্ক মুহূর্তে সাবিনার সামনে মেলে ধরেছিল, দেহো, দেহো, বেটা করেটা কী ? সাবিনা তাকিয়ে দেখেছিল, একটা মেয়ে হামাগুড়ি দেওয়া অবস্থায়, আর একটা ছেলে তার পেছনে দাঁড়িয়ে... সাবিনা মুহূর্তেই চোখ সরিয়ে নিয়েছিল। বলেছিল, ধেত্তেরি এইসব আমাকে দেখাবে না, আর তোমার আক্কেলটা কী, মোবাইলে কী সব জিনিস রেখেছ, বাচ্চারা গেমস খেলার জন্য যে-কোনো সময় তোমার মোবাইল হাতে নিতে পারে, হঠাৎ করে দেখে ফেলে যদি, তখন কী হবে ? আরে দেখব কী ? আহো, এইটা তো এডুকেশনাল ভিডিও, শিক্ষামূলক, তুমি আমি এইটা দেইখা শিইখা লই, রাইতে প্রাকটিকাল করুম নে, তারপর ডিলিট কইরা দিমু, আবুল বাশার বলেছিল। তুমি এখনই ডিলিট করো, সাবিনা বলেছিল। আবুল বাশার সঙ্গে সঙ্গে ওই নীল দৃশ্যটা ফেলে দেয় নি, রাতের বেলা আবার বের করলে সাবিনা সেটা দেখেছিল আবুল বাশারের ওপরে আরোহণ করে। দেখা হয়ে গেলে সে নিজহাতেই ওই ক্লিপটা ডিলিট করে দিয়েছিল এবং তারপর নিজেকে ভাবতে শুরু করেছিল এক মধ্যরাতের অশ্বারোহিনী। কিন্তু যে রাতে আবুল বাশার প্রথম বাসায় ফিরল না, সে রাতে সাবিনার মনে হতে লাগল, আবুল বাশার তাকে বোকা বানিয়েছে, ইন্টারনেটে এ ধরনের ভিডিওর ছড়াছড়ি, সে কাকে এম এ বাশার বানিয়ে কার ভিডিও দেখাল, আর সাবিনাও সেটা বোকার মতো বিশ্বাস করে বসল! আবুল বাশার নিশ্চয়ই একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে, এবং সেখানেই কোনো মডেলকে নিয়ে রাত্রিযাপন করছে। এই সন্দেহের বিষে সারা রাত জর্জরিত হয়ে রইল সাবিনার অন্তর, তার হাতপা জ্বলতে লাগল, সে মহুয়াকে ডেকে (বয়স ২৩, স্বামী পরিত্যক্তা, গ্রামে পাঁচ বছরের একটা

ছেলে আছে, তার মার কাছে থাকে) তার মাথায় তিব্বত কদুর তেল মাখাতে লাগিয়ে দিল। একটা মোড়ায় বসে আছে সাবিনা, তার সামনে টেলিভিশন চলছে, টেলিভিশনে চলছে হিন্দি সিরিয়াল, তিনটা চ্যানেলের তিনটা সিরিয়াল একইসঙ্গে সাবিনা দেখছে আশ্চর্য দক্ষতায়, আর শাপান্ত করছে, আর অশ্রুপাত করছে আর তার মাথার চুলে মহুয়ার আঙুল ট্রাক্টরের ফলার মতো চষে চলেছে। সব চ্যানেলে একসঙ্গে বিজ্ঞাপন শুরু হলে সাবিনা রিমোটের বদলে মোবাইল ফোন হাতে তুলে নিচ্ছে, আর ফোন করছে। প্রথম ফোনটা সে করছে আবুল বাশারের নম্বরে। সেটা বন্ধ। দ্বিতীয় ফোনটা সে করছে তাদের ড্রাইভার কাশেম আলীকে। সেটাও বন্ধ। দুটো মোবাইল ফোন একযোগে বন্ধ পাওয়ায় সাবিনার সন্দেহ প্রবল হলো যে, নিশ্চয়ই আবুল বাশার তার প্রমোদকুঞ্জে রাত কাটাতে গেছে আর কাশেম আলীকে টাকাপয়সা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে মোবাইল ফোন অফ করে রাখতে বলেছে। কী জানি, হয়তো কাশেম আলী ওই ফ্ল্যাটের নিচে ড্রাইভারস কোয়ার্টারে ফ্যানের হাওয়া খাচ্ছে, স্যারের হুকুম তামিল করছে। বরফ, বাদাম এইসব সরবরাহ করতেও তো লোক লাগে। কিংবা একজন পাহারাদারও তো লাগে, যে বাইরের দিকটা পাহারা দিয়ে রাখবে। কোথাও কারও গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে সে ব্যবস্থা নেবে দ্রুত।

রাত এগারোটা, বারোটা, আবুল বাশারের কোনো খবর নাই। এর মধ্যে কুমু আর মুমু দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বালিশগুলোকে আছাড় মেরে মেরে সাবিনা ওদের বিছানা ঠিক করে দিয়েছে। কুমুর চুলে বেণী করে দিয়েছে গজরগজর করতে করতে।

ড্যাডি কখন আসবে, মুমু স্কুলের ব্যাগ গোছাতে গোছাতে বলেছে।

আমাকে জিগ্যেস করছিস কেন ? তোর বাপকে জিগ্যেস কর। কুমুর চুলের বেণী বাঁধতে বাঁধতে জবাব দিয়েছে সাবিনা। এই ঘরটা মেয়েদের জন্য বিশেষভাবে সাজানো, কিডস রুম, হালকা গোলাপি রঙের দেয়াল। আসবাবপত্র সব রঙিন, শিশুদের জন্য রঙিন ফার্নিচারের দোকান [illegible] একটা, সেটা থেকে কেনা। খাটটা দোতলা, ওপরে একটা বিছানা, নিচে একটা, ওপরে শোয় কুমু, নিচে শোয় মুমু। (একদিন কুমু [illegible] বিছানা ভিজিয়েছিল, তবে নিচে মুমু সেটা টের পায় নি। [illegible] আর নিচে শুত কিনা, সাবিনা নিশ্চিত নয়)। মহুয়া দুজনের [illegible] স্কুল-ইউনিফরম ইস্ত্রি করে চেয়ারের পেছনে ঝুলিয়ে রেখেছে। [illegible] সকালে কী টিফিন নেবে, সেটাও প্রস্তুত।

আবুল বাশার যে-কোনো মুহূর্তে [illegible] আশা কিন্তু মনে মনে সাবিনা কখনও হারায় নি। সে কোথাও [illegible]র কাজে আটকে গেছে, হয়তো তার মোবাইলের চার্জ শেষ হয়ে গেছে, আর গাধা কাশেম আলী হয়তো মোবাইল যে বন্ধ হয়ে আছে টেরও পাচ্ছে না, কিংবা তার মোবাইলে টাকা ফুরিয়ে গেছে, একটু পরেই দোরঘণ্টি উঠবে বেজে আর ক্লান্ত শরীরে, পা টেনে টেনে, বুকের বোতাম খুলে শার্টের কলারটা পেছন দিকে সরিয়ে দিয়ে আবুল বাশার প্রবেশ করবে আর বলবে, হালার ব্যবসাপাতি মানষে করে, এর চাইতে গাধা হইয়া জন্মাইলেও ভালো করতাম। ও মালিক সারা জীবন খাটালে যখন এবার গাধা কইরা দেও, আমায় গাধা কইরা দেও।

নাহ। সে তো আসে না। সাবিনা টেলিভিশনে মন বসাতে পারে না। সে মোবাইল ফোন নিয়ে বসে। আবুল বাশার কোম্পানি লিমিটেড সংক্ষেপ এবিসি-র অফিসে সে ফোন করে। রিং হয়, কেউ ফোন ধরে না। সে কি মাসুমকে ফোন করবে ? মাসুম হলো এবিসি লিমিটেডের একমাত্র কর্মকর্তা। সে-ই অ্যাকাউন্টেন্ট, সে-ই অফিস ম্যানেজার। এর বাইরে একজন আছে, পিয়ন সফদার হোসেন। মাসুম নামটা যতটা নিষ্পাপ, এই লোকটাকে তার কোনোদিনও ততটা নিষ্পাপ বলে মনে হয় নি। তবু, রাত এগারোটায় সাবিনা মাসুমের নম্বরে ফোন করে। এই ফোনটা করার জন্য তাকে টেলিফোন নম্বরের ডায়েরি খুলতে হয়। নিজের মোবাইলের বুকে সাবিনা মাসুমের নম্বর তুলে রাখতে নারাজ।

হ্যালো, ভাবি, স্লামালেকুম।

শোনো, তোমার স্যার কই জানো ?

না তো ভাবি। স্যার তো দুপুরে লাঞ্চ করতে বার হয়া গেছে, তারপর আর আসে নাই।

ফোন বন্ধ কেন ?

আমিও ফোন বন্ধ পাইতেছি।

কাশেম আলীর ফোনও বন্ধ।

হ্যাঁ ভাবি। আমি তো ভাবলাম, স্যার বাসায়। কাশেম আলীর ফোনে তো খালি টাকা থাকে না। কী এক মাইয়ার লগে সারাদিন ফুসুর ফুসুর কইরা সব টাকা ফুরায়া ফেলে।

তোমার স্যার কোথায় যেতে পারে, কোনো কিছু অনুমান করতে পারো ?

না তো ভাবি। আমার তো কোনো ধারণা নাই। ঢাকা ক্লাবে নাই তো ?

আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দেখছি।

সাবিনা ফোন রেখে দেয়। মাসুমকে ফ্ল্যাটের কথা জিগ্যেস করা উচিত হবে না। পাজির পা[illegible] একটা লোক। দেখতে শেয়ালের মতো। মুখটা লম্বা, দাঁত বড়। [illegible] আছে দুইটা ফুটা। গায়ের রঙ শেয়ালরঙা।

একটু প[illegible]ফোন।

সাবিনা [illegible]র সবুজ বোতাম টিপে ফোনটা কানে দেয়: হ্যালো।

[illegible], [illegible]র সঙ্গে আপনার ঝগড়াঝাটি কিছু হইছিল নাকি ? সোনা[illegible] [illegible]টেলে থাকতে পারে কিন্তু। একদিন দেখলাম, স্যার ওই [illegible] গোল্ডেন মেম্বার হইতেছেন। আচ্ছা রাখি।

[illegible]ল বদমাশটা মাথা গরম করে। সোনারগাঁর মেম্বার সে কেন হতে [illegible]বে! আর হলোই যখন কোনোদিন তো বলল না! তাহলে সাবিনা নিজেও তো সোনারগাঁয়ে যেতে পারত জিম করতে!

সাবিনার মাথা আবার গরম হচ্ছে। মাথায় আইসব্যাগ দিতে হবে। এখন তার উচিত চিৎকার করে মহুয়াকে ডাকা। কিন্তু সে সেটা করতে পারছে না বাচ্চারা ঘুমাচ্ছে বলে। কাল সকালে তাদের স্কুল আছে, তাদের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটানো যাবে না। সাবিনা নিজেই উঠে শয়নকক্ষের দোলকেদারায় বসে আছে। দোল খাচ্ছে না, স্থির হয়ে পা মেঝেতে লাগিয়ে বসে আছে। মাথা গরম। মাথা ঠান্ডা করার জন্য আইসব্যাগ আনতে হবে ডিপ ফ্রিজ থেকে।

ঘরটা বড়সড়ই। এক কোণে ডাবল বেড। দেয়ালজোড়া আলমিরা। একপাশে টেলিভিশন। রকিং চেয়ার, দুটো ছোট সোফা, একটা মোড়া। একটা বড় ড্রেসিং টেবিল। রকিং চেয়ার থেকে উঠে সাবিনা প্রথমে অকারণেই ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় তাকায়, তাকে দেখাচ্ছে ঝড়ো কাকের মতো, একটা ঘরে পরার ম্যাক্সি তার পরনে, মেছতার দাগ। চুল বিউটি পারলারে স্টেপ করে কাটা, কিন্তু এখন মহুয়ার আঙুলের চিরুনিতে লণ্ডভণ্ড ও কদুর তেলে জবজবে সিক্ত। নিজের চেহারা দেখে তার মাথা আরও গরম হয়, সে ডাইনিং চত্বরে গিয়ে ফ্রিজ খোলে এবং আইসব্যাগটা বের করে নেয়। একটা তোয়ালে দিয়ে আইসব্যাগ পেঁচিয়ে সে আবার শয়নকক্ষে আসে।

আইসব্যাগটা সে মাথার চান্দিতে ধরে, কপালে ধরে, ঘাড়ে ধরে। মাথা সত্যি ঠান্ডা হয়ে আসছে। সে আবার ফোন করে আবুল বাশারের নম্বরে, কাশেম আলীর নম্বরে, দুটো নম্বরই বন্ধ পেয়ে সে এবার কাঁদতে বসে। এটা কি সত্যি যে তার স্বামী হোটেল সোনারগাঁয় কোনো মডেলকে নিয়ে ঘুমুচ্ছে ? এটা সে করতে পারল ? সে না দু-দুটো মেয়ের বাপ।

সাবিনা গলা ছেড়ে কাঁদে। নিজের কান্নার শব্দ যেন অন্য কেউ শুনতে না পায় সে জন্য সে টেলিভিশনের শব্দ বাড়িয়ে দেয়। হিন্দি সিরিয়ালের চড়া সাসপেন্সের মিউজিক তখন বাজতে থাকে। বিধাতা চাইলে তখন টেলিভিশনে করুণ মিউজিকও বাজাতে পারতেন, তা তিনি বাজান নি।

আমি কেন তাকে নিয়ে ভাবব ? সাবিনা নিজের মনে বলে। সে তো আমার কথা ভাবছে না। সে তো তার দু-দুটো মেয়ের কথা ভাবছে না। তাহলে আমার কী দায় পড়েছে!

তখন জি-টিভিতে একটা হিট হিন্দি সিরিয়ালের অত্যন্ত রোমহর্ষক পর্বের উত্তুঙ্গ মুহূর্ত প্রদর্শিত হতে থাকলে সাবিনা তার স্বামীর কথা ভুলে যায়। টেলিভিশনের পর্দায় একটি বালিকা তার মাকে খুঁজছে, মা তার সামনে দিয়ে চলে গেল, কিন্তু মাকে সে চিনতে পারল না, মাও অন্য একটা বাচ্চাকে তার নিজের সন্তান বলে অনুসরণ করতে করতে রাস্তা পার হয়ে চলে গেল, এই দৃশ্য দেখে সাবিনা চোখের পানি মোছে। এই অবস্থায়ই, চোখে চশমা, সাবিনা ঘুমিয়ে পড়ে।

যখন ঘুম ভাঙে তখন ভোর পাঁচটা, সাবিনার শীত শীত লাগে, হেমন্ত শেষ হয়ে আসছে, সাবিনা একটা কাঁথা গায়ে টেনে নিতে গিয়ে দেখে পাশে আবুল বাশার নাই, তখন তার বুকের ভেতরটা ছ্যাৎ করে ওঠে। টেলিভিশনে তখনো হিন্দি চ্যানেল চলছে। চোখে তখনো তার চশমা। সে পুরো পরিস্থিতিটা অনুভব করে। তার স্বামী নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ক্লাসে হামিদুল স্যারের কণ্ঠে শোনা একটা কবিতা তার কানে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে: সখি, কেমনে বাঁধিব হিয়া, আমার বধূয়া আনবাড়ি যায় আমার আঙিনা দিয়া।

সাবিনা বিছানায় উঠে বসে। তার স্বামী সারারাত বাড়ি ফেরে নি। তার মোবাইল বন্ধ। তার তো কোনো বিপদ-আপদও হতে পারে। সে কোনোদিনও না বলে বাড়ির বাইরে থাকে নি। ইদানীং তার গতিবিধি সম্পর্কে নানা কিছু শোনা যাচ্ছে বটে, কিন্তু সাবিনা কেন প্রথমেই সেসবই ভাবতে গেল! সে তো কোনো অ্যাকসিডেন্টও করতে পারে। সাবিনার তো উচিত ছিল টেলিভিশনে বাংলাদেশী চ্যানেলগুলোর খবর দেখা। যদি কোনো বড় দুর্ঘটনার খবর দেখায়। এমনও তো হতে পারে কোনো ব[illegible] ভেঙে দুজনেই, ড্রাইভার আর আবুল বাশার, কোনো নদীতে পড়ে [illegible]।

সাবিনার চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে।

সে হাতে টেলিভিশনের রিমোট তুলে নেয় এবং বাংলা[illegible] নিউজ চ্যানেল খুঁজতে থাকে। এইসব চ্যানেল দেখাই হয় না[illegible] খুঁজে পেতে তার কষ্ট হয়।

আজান হয়। সাবিনা ওজু করে নামাজ পড়তে [illegible]. নামাজ পড়া হয়ে গেলে সে লম্বা মোনাজাত ধরে। হে আল্লাহ, আমার স্বামীকে ফেরত দাও। আমার জন্য না হোক, আমার মেয়ে দুইটার মুখের দিকে তাকিয়ে ওকে তুমি ফিরিয়ে আনো। সে সজল নেত্রে আকুল স্বরে প্রার্থনা করে চলে।

মুমু ও কুমু ঘুম থেকে উঠেই স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। পরিচারিকা মহুয়ার রুমে একটা অ্যালার্ম ঘড়ি আছে, তাতে বাজনা বেজে উঠলে সে বিছানা ত্যাগ করে এবং প্রথমেই বাচ্চাদের রুমের দরজায় এসে নক করে। তারপর ভেতরে ঢুকে ছোটটাকে কোলে করে তুলে চেয়ারে বসায়। চেয়ারে বসেই কুমু ঝিমুতে থাকে। মহুয়া বাথরুম থেকে ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে নিয়ে এসে কুমুর হাতে ধরিয়ে দেয়। কুমু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দাঁত মাজে। মুমু বাথরুম সেরে এসেই কুমুকে তাগাদা লাগালে সেও বাথরুমে দৌড় ধরে। সকালবেলা তারা খুব অল্প সময়ই পায়। মুমুর চুল ছোট করে ছাঁটা, তাই সেটায় কয়েকটা ক্লিপ লাগালেই চলে, কুমুর চুল সাবিনা রাতেই বেণী করে রেখেছে। মাথায় ক্লিপ লাগাতে লাগাতে



মুমু মা-বাবার শোবার ঘরের দিকে যায়, এবং দেখে মা পা ছড়িয়ে কাঁদছে।

বাচ্চারা নিজেদের মতো রেডি হয়ে আসে, কুমু বলে, ড্যাডি রোজ দেরি করে আসতেসে। আমি তাকে গুডনাইটও বলতে পারি না। স্কুলে যাওয়ার আগে বাইও বলতে পারি না। শুনে সাবিনার কান্নার বেগ দ্বিগুণ হতে চায়, কিন্তু সে তা দমন করে। বস্তুত সকালবেলা ওদের স্কুলে পাঠানোর আগে এক মুহূর্ত দম ফেলার ফুরসত মেলে না। দুইবোন এক সাথে স্কুল যায়, একসঙ্গে দেড়টায় ফিরেও আসে। ছোটটার আগে ছুটি হলেও সে বড়বোনের জন্য এক ঘণ্টা স্কুলেই অপেক্ষা করে। স্কুলটা বাসার কাছে, এই হলো সব দিক থেকে সুবিধা। আর সুবিধা দুইটা গাড়ি ও ড্রাইভার থাকা।

বাচ্চারা স্কুল ড্রেস পরে, মহুয়া ছোটটার কেডসের ফিতা বেঁধে দেয়। তারা ব্যাগে টিফিন বক্স ভরে পানির ফ্লাক্স হাতে নিয়ে ব্যাগ পিঠে তুলে নিয়ে মাকে বাই বলে চুমু দেয়। মহুয়া তাদের সঙ্গে লিফটে নামে।

কুমু বলে, আপা, ড্যাডি কি মামের ওপরে রাগ করেছে ?

জানি না। চল তো। খালি বুড়ির মতো পটর পটর।

তাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে মহুয়া ফিরে আসে।

মহুয়া দেখতে পায়, সাবিহা কাঁদছে।

মহুয়া বলে, খালা কী হইছে ?

কিছু হয় নাই। তুই যা।

মহুয়া বাচ্চাদের বিছানাটা গোছানোর জন্য রওনা হলে সাবিনা তাকে ডাকে,

মহুয়া শোন, মহুয়া কাছে এসে দাঁড়ায়, সাবিনা মৃদুস্বরে বলে, কাশেম আলী কই তোর কোনো ধারণা আছে ?

না তো।

তুই না সারা দিন ফোনে কাশেম আলীর সঙ্গে কথা কস। কই আছে, না আছে, তোকে কিছু বলে নাই ?

না তো। আর আমি তার লগে ফোন কইরা কথা কইতে যামু কোন দুঃখে ?

না কস নাই। আমি দেখলাম না, ফোনে কোন কোন নম্বর ডায়াল করা হয়েছে। তুই না করলে কে করেছে ? বাসায় আর কে ছিল ?

আমি একবার কাঁইলকা ফোন করছিলাম। তখন তারে পাই নাই।

সাবিনা প্রমাদ গোনে। ব্যাপারটা তো খুবই গুরুতর হয়ে গেল। কার সঙ্গে পরামর্শ করা যায় ? পরামর্শ করা যায় বাড্ডার দুলাভাইয়ের সঙ্গে। বাড্ডার দুলাভাই লোকটা ভারিক্কি স্বভাবের আছেন, সমস্যার গুরুত্বটা বুঝবেন, এইটাকে একটা সামাজিক বা পারিবারিক স্ক্যান্ডাল বানিয়ে ফেলবেন না।

সাবিনা মোবাইল ফোন হাতে তুলে নেয়। বিছানায় বসে মোবাইল ফোনের বুক থেকে দুলাভাই বাড্ডা বের করে সবুজ বোতাম টেপে।

হ্যালো।

দুলাভাই।

হ্যালো, হ্যালো...

হ্যালো হ্যালো... সাবিনা হ্যালো হ্যালো করতে থাকে। মোবাইল কোম্পানিগুলো কি পয়সা তোলার জন্য এই বুদ্ধি বের করেছে নাকি যে একবারে কোনো কল শোনা যাবে না। সাবিনা ফোন কেটে দিয়ে আবারও কল দেয়। হ্যাঁ, সাবিনা বলো। দুলাভাই ভারী গলায় বলেন।

দুলাভাই, একটা সমস্যা হয়েছে। আবুল বাশার তো কালকে রাতে বাসায় ফেরে নাই।

বাসায় ফেরে নাই। কই ছিল ?

তা তো জানি না। তার মোবাইল অফ পাচ্ছি। এমনকি ড্রাইভারেরও মোবাইল অফ।

বলো কী! গুম করে ফেলল না তো!

এই প্রথম গুম শব্দটা আবুল বাশার প্রসঙ্গে উচ্চারিত হলো! এর আগে গুম ব্যাপারটা সাবিনার মাথায় আসে নি। মাথায় আসার তো প্রশ্নই ওঠে না। সাবিনা গুম শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভিত হয়ে যায়।

সে মোবাইল ফোনটা এক কান থেকে আরেক কানে ধরে বলে, গুম ? ওকে কেন গুম করবে ?

এটা সত্যি সাবিনার পক্ষে ভাবা মুশকিল যে কেন আবুল বাশারের মতো পানি উন্নয়ন বোর্ডের একজন ঠিকাদারকে গুম করা হবে। কিংবা তার এই প্রশ্নের উত্তরে বাড্ডার দুলাভাই অবসরপ্রাপ্ত এডিশনাল সেক্রেটারি মোয়াজ্জেম হোসের পক্ষেও দেওয়া কঠিন।

কে যে কখন গুম হয়ে যায়, তা তো এই ধুলার ধরণীতে কারও সঠিকভাবে জানা নাই।

আবুল বাশার এবার কতগুলো প্রশ্ন করতে থাকেন:

তোমার সঙ্গে বাশারের কোনো ঝগড়া হয়েছিল ?

না তো। গত তিন মাসে হয় নাই।

ওর কি কোনো সম্পর্ক আছে ?

আমি তো জানি না।

তোমার কোনো রিলেশন আছে ?

মানে ?

মানে তোমার কি আবুল বাশার ছাড়া আর কারও সঙ্গে কোনো ফ্রেন্ডশিপ ?

না তো। কী যে বলেন দুলাভাই!

তোমার মোবাইল থেকে ফোন পাচ্ছ না। অন্য মোবাইল থেকে ট্রাই করেছ ?

ল্যান্ড ফোন থেকে করেছি।

থানায় খবর দিয়েছ ?

জি না। দুলাভাই, মানে নানা কথা এর ওর মুখ থেকে শুনেছিলাম তো! একজনের মুখে শুনলাম, ও একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে। সেখানে একজন মডেলকে রেখেছে। আবার ওর অফিসের লোকে বলল, ও নাকি সোনারগাঁ হোটেলে...

হুঁ। আচ্ছা আজকের সকালটা দেখো। কোথাও থাকলে এসে হাজির হবে। এত সুন্দর দুটো মেয়ে তোমার! এদের সঙ্গে কথা না বলে থাকবে!

থানায় জানাব ?

আরেকটু দেখো।

দুলাভাই যদি না আসে...

থানায় ডায়েরি করতে হবে। হসপিটালে খবর নিতে হবে।

দুলাভাই, আমার খুব খারাপ লাগছে... সাবিনার গলা কান্নায় ধরে আসে।

আচ্ছা কী হয় আমাকে জানাও। তুমি তো আর একা একা থানা-পুলিশ সাংবাদিক সব সামলাতে পারবা না।

জি জানাব।

সাবিনা ফোন রাখে। চোখ মোছে। মাথাটা ভার ভার লাগছে। মহুয়া, এক কাপ চা দে, চেঁচিয়ে বলে। সে টেলিভিশনের রিমোটে চাপ দিলে বাংলাদেশের একটা নিউজ চ্যানেল চালু হয়। কোনো দুর্ঘটনার খবর দেখায় নাকি এই আশাতে সে কিছুক্ষণ সেই চ্যানেল দেখে বটে, কিন্তু অভ্যাসবশত আঙুল চলে যায় রিমোটের বোতামে, আর আপনাপনিই হিন্দি সিরিয়াল টেলিভিশনের পর্দা জুড়ে আবির্ভূত হয়। এবারের কাহিনি আরও জটিল। মহিলার স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে গেছে। স্বামীকে সে আর চিনতে পারছে না। স্বামী তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে, সে-ই তার স্বামী। আর স্বামীর সামনেই সে অন্য একটা ছেলের প্রেমে পড়ছে। আর সেই গল্প সে স্বামীকেই শোনাচ্ছে। সাবিনার চোখ সিরিয়ালে আঠার মতো আটকে যায়।

তার চোখের পানি শুকিয়ে যেতে থাকে।

বাড্ডার দুলাভাই যা বলল, হঠাৎ সে প্রসঙ্গটা তার মনে উদিত হয়! আবুল বাশারের বাইরে কারও সঙ্গে তার কোনো রিলেশন হয়েছে কিনা!

একেবারেই যে হয় নাই, তা বলা যাবে না। কিন্তু সেসব তো ধর্তব্যের মধ্যে না। একজনের সঙ্গে তার টেলিফোনে কথা হতো। সেই যে আবুল বাশার আমেরিকা ভ্রমণে গেল, সেইবার। সেই কথা প্রথম দিকে নিরীহ গোছেরই ছিল। কেমন আছেন, ভালো আছেন। আবুল বাশার বিদেশে গেলে ছেলেটা, ছেলেই বলতে হবে তাকে, তার বয়স সে বলেছিল ২৩, রাতে ফোন করত। আর সেইসব ফোনালাপ কিছুক্ষণের মধ্যেই শরীরের আলাপে গিয়ে ঠেকত। সে বলত, তোমাকে আদর করছি সাবি, তোমার নাকে, তোমার ঠোঁটে, তোমার চিবুকে, তোমার গলায়, তোমার বুকে... সে আরও নিচের দিকেও নামত... সে তো প্রায় বছর দুয়েক আগের কথা! আবুল বাশার আমেরিকা থেকে ফিরে এলে সাবিনা আগের সিমটা ফেলে দিয়ে একটা নতুন সিম কিনে আনে। ছেলেটা আর তাকে কোনোদিনও খুঁজে পায় নি।

আর একজনের সঙ্গে তার ফেসবুকে কথা হয়। ফেসবুকে সাবিনা নিজের নাম রেখেছে অচেনা পাখি। আর ছবি দিয়ে রেখেছে হিন্দি সিরিয়ালের একটা

নায়িকার। তাই দেখে কমেন্ট করেছিল একজন, কানাডা প্রবাসী, নাইস প্রোফাইল পিকচার। তাকে সে বলেছিল, থ্যাংক ইউ। সে তখন তাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাল। সেখান থেকে ইনবক্স মেসেজ, ইনবক্স মেসেজ থেকে চ্যাট। সেই চ্যাটও প্রায়ই শারীরিক হয়ে ওঠে। কিন্তু তাতে সাবিনার কোনো পাপবোধ হয় না। কারণ পুরো ব্যাপারটায় সে নিজে যে অংশ নেয়, এটা তার কোনোদিনও মনে হয় নি, কারণ ছবিটা তার নয়, নামটা তার নয়, বয়স, স্কুল-কলেজ কোনোটাই সে নিজেরটা দেয় নি, এই অচেনা পাখিকে সে নিজেই চেনে না। কাজেই সে যখন রাতের বেলা, মুমু আর কুমু ঘুমিয়ে পড়ার পর, যখন আবুল বাশার বাড়িতে থাকে না, তখন এক অজানা কানাডা প্রবাসীর সঙ্গে লীলা-আলাপে মেতে ওঠে, সেটাকে সে কখনো তার নিজের জীবনের কোনো অংশ বলে মনেই করে না। এটা নিয়ে তার যেমন কোনো পাপবোধ নাই, তেমনি কোনো গভীর কোনো সংশ্লিষ্টতাও নাই। সে জানে, সে যেমন ফেক আইডি ব্যবহার করছে, অপর পারের মানুষটিও নকল হতে পারে। নকলে নকলে ঘোরতর কাটাকাটি।

কাজেই এইসব সম্পর্কের জটিলতা থেকে আবুল বাশার তার কাছ থেকে এক রাতের জন্য হাওয়া হয়ে যাবে, তার কোনোই সম্ভাবনা নাই। আবুল বাশার এইসব সম্পর্কের বিষয়ে ঘুণাক্ষরেও জানে না।

সিরিয়ালটা শেষ হলো। আগামী পর্বে কী দেখাবে, সেটা জানা দরকার। সাবিনা টিভি পর্দার দিকে মন দিল। ইস, হিন্দি সিরিয়ালগুলো এত ভালো বানায়, চোখ ফেরানোই যায় না।

খালা, নাশতা কী খাইবেন? মহুয়া দরজায় এসে দাঁড়ায়।

পেছন দিক থেকে ডাইনিং স্পেসের লাইট এসে পড়েছে মহুয়ার শরীরে। তাকে দেখতে হঠাৎ করে হিন্দি সিরিয়ালের খল-নায়িকার মতো লাগছে। তার ফিগারটা তো সুন্দর। এ জলহস্তিনীর মতো নয়, এ তো দেখছি ডলফিনের মতো।

মহুয়া একবার একটা ঝামেলা করেছিল। বছর খানেক আগের কথা। এই বাড়িতে সে আছে মাস নয়েক হবে তখন। তিন বছরের বাচ্চা রেখে এসেছে গ্রামে, মাঝে মধ্যে বাচ্চার নাম ধরে কাঁদত... শাহিন শাহিন। এই সময় আবিষ্কার করা গেল তার পেটে বাচ্চা। সে বমি করে, বাচ্চাদের র[illegible]-পেন্সিল খেয়ে ফেলে।

সাবিনা তাকে ডেকে বলল, তোর পেট উঁচু কেন। পেটে বাচ্[illegible] নাই তো?

মহুয়া কোনো কথা বলে না।

কী কথা বলো না কেন? পেটে বাচ্চা নাই তো[illegible]

মহুয়া তবুও চুপ।

আছে বাচ্চা?

মহুয়া নীরব।

সাবিনা ক্ষিপ্তস্বরে বললেন, পেটে বাচ্চা বাধালে কী করে?

মহুয়া একটা কথাও বলে না।

সাবিনা বাইরে গেল, একটা প্রেগনান্সি টেস্ট স্ট্রিপ কিনে নিয়ে ফিরে এসে বলল, পেশাবের মধ্যে এই দাগ পর্যন্ত ধরো। যাও। তারপর দেখো, কী হয়... প্রেগনান্সি টেস্টে মহুয়া পজিটিভ এলো।

সাবিনার মাথা খারাপ হওয়ার উপক্রম। কে করেছে এই কাজ বলো? মহুয়া একটা কথাও বলল না। সাবিনা তার কাঁধ ধরে ঝাঁকাঝাকি করল। তবুও মহুয়া নীরব।

তারপর তার নীরবতায় ক্ষেপে গিয়ে তার গালে চড় বসিয়ে দিল সাবিনা। কিন্তু মহুয়ার পেট থেকে একটা কথাও বেরুল না। কে এই কাণ্ড করেছে, সে বলবেই না।

কিন্তু মুশকিল হলো, তার পেট খালাস করতে গিয়ে বাচ্চা বড় হয়ে গেছে। এখন আর এমআর করার উপায় নাই। শহরের কোনো ডাক্তার এটা করবে না।

মহুয়া বলল, আমি গেরামে যামু। আমারে ছুটি দেন। তাকে একেবারে ছুটি দিয়ে দেওয়া হলো।

একমাস পরে সে এসে হাজির। পেট মোটামুটি সমান হয়ে গেছে। কোনো কথা নাই। আবার কাজ শুরু করল। বাচ্চারা তার ওপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। কাজেই তাকে পুনর্বহাল করা হলো।

কোনোদিন মহুয়ার মুখ থেকে বের করা যায় নি তার পেটের বাচ্চার বাবা কে ছিল। ড্রাইভার দুজনের কেউ? গার্ডদের কেউ?

কিন্তু একদিন দুপুরবেলা মিহি সুরে কান্নার আওয়াজ শুনে সাবিনা এগিয়ে গিয়েছিল সার্ভেন্টস রুমের দিকে। গিয়ে দেখে, মহুয়া কাঁদছে। আমার পোলাটা বাঁইচা আছিল। অনেকক্ষণ হে বাঁইচা আছিল। তার চোখমুখ নাক সব হইছিল। এইসব বলে সে বিনবিনিয়ে কাঁদছে।

সাবিনার মনে হলো, মহুয়ার গালে সে কষে একটা চড় বসিয়ে দেয়। তা না করে সে তার দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে রইল আর নিজেই কাঁদতে আরম্ভ করল। একটা শিশুর নিহত হওয়ার শোকে কে না গ্রস্ত হয়!

এখন মহুয়াকে এইভাবে, আলোর বিপরীতে দেখে তার ধন্দ লাগে। মনে হয়, তার স্বামীর হারিয়ে যাওয়ার পেছনে এই মেয়েটির কোনো হাত নাই তো!

সাবিনা ডাকে, মহুয়া, এই দিকে আয়।

মহুয়া কাছে যায়, কী?

ঠিক করে বল, তোর পে[illegible] বাচ্চাটার বাপ কে ছিল?

মহুয়া বলে, আপনে[illegible] দি[illegible]? দুইটা পাউরুটি সেইকা দেই, খাইবেন?

তোকে যা ব[illegible]র জ[illegible]াব দে হারামজাদি।

মহুয়া চু[illegible]রে [illegible]।

তা[illegible] গোঁ [illegible] এই ভঙ্গিমার সঙ্গে সাবিনার পরিচয় অনেক দিনের। এই [illegible] থেকে এরপর আর একটা শব্দও বের হবে না। একে মেরে [illegible]ও [illegible] কোনো কথা বলবে না। এই মেয়েকে রিমান্ডে নিলে কী হবে?

[illegible]ন্ডে নিলে নাকি ছাগলও বলে আমি হরিণ। সাবিনার ফেইসবুক [illegible] সুনীল আকাশ এই কৌতুকটা বলেছিল, হরিণ ধরে আনতে বলা হলো [illegible]ংল্যান্ড, আমেরিকা আর বাংলাদেশের পুলিশকে। ইংল্যান্ডের পুলিশ হরিণ ধরে আনল এক ঘণ্টায়, আমেরিকার পুলিশ ১২ ঘণ্টায়। আর বাংলাদেশের পুলিশ ৪৮ ঘণ্টা পরে নিয়ে এলো একটা ছাগল। তাকে বলা হলো, ছাগল এনেছ কেন? তোমার তো হরিণ আনার কথা। বাংলাদেশের পুলিশ বলল, এইটারে রিমান্ডে নিতে দেন, হে নিজেই কইব, হে একটা হরিণ।

সুনীল আকাশ লোকটা খুবই রসিক। সারাক্ষণ কৌতুক বলে। কাজের মেয়ের ফেইসবুকের কৌতুকটাও সুনীল আকাশই বলেছিল।

'কাজের মেয়ে বাড়িতে গেছে। দুদিন পরে কাজে যোগ দিল। গৃহকর্ত্রী বললেন, তুমি বাড়ি যাবা, বলে যাবা না? কাজের মেয়ে বলল, আমি তো ফেইসবুকে স্টাটাস দিছি, বাড়ি যাইতাছি। তোমার আবার ফেইসবুকও আছে নাকি? ও মা আপনে জানেন না! আপনার জামাই তো আমার স্টাটাসে কমেন্টও দিছে: মিস ইউ।'

এই মেয়ের কি ফেইসবুক আছে? সে কি আবুল বাশারের গোপন আইডির বন্ধু! সে কি স্টাটাস দিয়েছে, মিসিং মাই এম্প্লয়ার!

যা, এক কাপ চা আন। একটু পুদিনা পাতা দিস। সাবিনা বলে। মহুয়া চলে যায়।

এই সময়টা সাবিনার ফেইসবুকে বসার সময়। এখন সে হয়ে উঠবে অচেনা পাখি। কালরাতে তার স্বামী ফেরে নাই, আজ তার ফেইসবুকে বসা উচিত নয়। কিন্তু তার শরীর নিজের অজান্তেই কম্পিউটার টেবিলটার দিকে যাচ্ছে। টেবিলে একটা

ডেস্কটপ কম্পিউটারের পাশে একটা ল্যাপটপও পড়ে আছে। এটা সাবিনা, সাবিনার দুই মেয়ে পালা করে ব্যবহার করে। এখন এটা সাবিনা ব্যবহার করবে। ফেইসবুকে সে হয়ে উঠবে অচেনা পাখি।

সাবিনা ল্যাপটপের ডালা খুলল। পাওয়ার সুইচ টিপে ধরে মনিটর অন করল। হাত স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে গেল ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের ঘরে ক্লিক করার জন্য। ফেইসবুক সে খুলে ফেলল, সেও নিতান্ত অভ্যাসবশেই। পাসওয়ার্ড দিয়ে সে হয়ে গেল অচিন পাখি। নীল আকাশকে পেয়ে গেল চ্যাটবক্সে।

মনটা ভালো না, লিখল সাবিনা।

দাঁড়াও। একটা জোকস বলি। নীল আকাশ লিখল।

আমার জোকস শুনতে ইচ্ছা করছে না।

আচ্ছা শুনো না। এক বুড়া লোক বলল, 'এক চিমটি ভায়াগ্রা দেন না।' বুড়া মিয়া, আপনে ভায়াগ্রা দিয়া কী করবেন ? দোকানি জিগ্যেস করল। বুড়া বলল, 'আরে মিয়া, পেশাব জুতায় পড়ে।'

হাসি পাচ্ছে না।

আচ্ছা তোমার কী হয়েছে ? দাঁড়াও কাতুকুতু দিই। জামাটা নামাও। বগলটা বের করো...

চা এসে গেছে। পুদিনা পাতা চায়ে ভাসছে। গরম চায়ে চুমুক দিলে ঠোঁট পুড়ে যাবে, চায়ের জন্য নয়, গরম পুদিনা পাতার জন্য। সাবিনা চা ঠান্ডা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে। এদিকে তার হাত ল্যাপটপের কি-বোর্ডে চলছে অনবরত! সে চ্যাট করেই চলেছে।

একটু পরে সে চায়ের কাপে চুমুক দিল। আশ্চর্য, চা ঠান্ডা, কিন্তু পুদিনার পাতা এখনও গরম।

ঠিক এইসময়ে মোবাইল ফোন বেজে উঠলে সাবিনা মোবাইলটা হাতে তুলে নেয়। দেখতে পায় বাড্ডার দুলাভাইয়ের কল।

দুলাভাই, বলেন।

শোনো। আমি একটা খবর পেলাম। একটা হোন্ডা সি[illegible] গাজীপুরে শালবনের ধারে পড়ে আছে। পুলিশ সেটা উদ্ধার [illegible]টার নম্বর হলো...

সাবিনা বলল, গাড়ির নম্বর তো আমার মুখ[illegible]। [illegible]বে বাশার যে সিআরভি নিয়ে বেরিয়েছিল, এটা ঠিক। গাড়ি[illegible]।

গাড়িটা এখন গাজীপুরের থানায় রা[illegible]খতে যাবা ?

সাবিনার বুক কাঁপছে। নিচে ড্রাই[illegible]দ ফিরে এসেছে স্কুলের ডিউটি করে। সে কি বলতে পারে তাদের [illegible]আরভি গাড়ির নম্বর কত ?

সাবিনা মুশকিলে পড়ে। তার এখন উচিত গাজীপুর যাওয়া। গাড়িটা দেখে আসা। গাড়িটা দেখলেই সে বুঝতে পারবে, এটা তাদের গাড়ি কিনা। কিন্তু সে যদি এখন বের হয়, তাহলে মুমু কুমুকে কে আনবে! শহিদ ড্রাইভার ওদের আনা-নেওয়া করে সাধারণত।

সাবিনা বলে, দুলাভাই, আমি মুমু কুমুকে স্কুল থেকে এনে তারপর বের হই। দুইটার দিকে...

আচ্ছা, তাই করো। আমি দেড়টা দুটার মধ্যে তোমার বাসায় চলে আসছি। তুমি চিন্তা কোরো না।

সাবিনা চ্যাটবক্স বন্ধ করে। ফেইসবুক লগআউট করে ল্যাপটপ শাট ডাউন করে দেয়। তার বুক কাঁপছে। গাড়িটা গাজীপুরে পাওয়া যাবে কেন ? গাজীপুরে ওরা কেন যাচ্ছিল ? নাকি গাজীপর হয়ে ময়মনসিংহ যাচ্ছিল ? এর ফাঁকে সে ফোন করে আবুল বাশারের মোবাইল ফোনে, যদি রিং হয় ? যদি তাকে পাওয়া যায়। সে যদি তার ফ্ল্যাটে, কিংবা হোটেল সোনারগাঁয়ে, কিংবা গাজীপুরে কারও বাগানবাড়িতে রাত্রিযাপন করেও থাকে, আর তার সঙ্গে যদি কোনো মডেল কিংবা বান্ধবী থেকেও থাকে, এতক্ষণে কি তার ঘুম ভাঙে নি ? তার হুঁশ হয় নি যে তার সংসার আছে, বউ আছে, দুটো ফুটফুটে বাচ্চা আছে ? না, রিং হয় না। সে এবার ফোন করে ড্রাইভার কাশেম আলীর নম্বরে। এটিও বন্ধ পাওয়া যায়।

মুমু-কুমু ফিরে আসে, তারা এসে যথারীতি গেট থেকেই জুতা খুলতে থাকে, একটা জুতা একদিকে আরেকটা আরেক দিকে ছুড়তে থাকে, মোজা কোথায় গড়ায়, তাদের খেয়াল নাই, কুমু বলে মাম সারপাইজ টেস্টে টেন অন টেন পেয়েছি, ম্যাথসে। মুমু বলে, মা, আমাকে আজকে ফেইসবুক করতে দিতে হবে। তাদের বাবা যে গতরাতে ফেরে নাই, আজও তার দেখা নাই, এই বিষয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা দেখা যায় না।

গোসল করে খেয়ে নাও, সাবিনা বলে। সে এরই মধ্যে বাইরে যাবার পোশাক পরে নিয়েছে, সালোয়ার কামিজ।

তুমি কোথায় যাও, মুমু জিগ্যেস করে।

মাম, আমি আজকে তোমার হাতে খাব, কুমু বলে। সে যে দশে দশ পেয়েছে।

মোবাইলে কল আসে। বাড্ডার দুলাভাই। সাবিনা ফোন ধরে। সাবিনা তুমি গাড়ি নিয়ে এগো[illegible]। খব জ্যাম। তুমি এক কাজ করো। বনানী ক্রস করে এয়ারপোর্টের [illegible]ও। বাড্ডার ডাইভার্সন রোডের মোড়ে আমি তোমাকে ধরে [illegible]। [illegible]ডসন হোটেলটা ক্রস করলেই।

আচ্ছা। [illegible] হচ্ছি।

[illegible]চ্ছ। আমি তোমার জন্য ওয়েট করব।

আ[illegible] বের হচ্ছি। তোমাদের ড্যাডি যে কাল রাতে বাসায় ফেরে [illegible]ক খুঁজতে হবে না ?

[illegible]চ্চা দুটোর আলোকিত মুখ একসাথে হঠাৎ করে নিভে যায় যেন, [illegible] বলে, ড্যাডি এখনো আসে নি ? ফোন করো।

ফোন বন্ধ।

তাহলে ড্যাডি কোথায় ? কী হয়েছে ? দুজনেই একইসঙ্গে প্রশ্ন করে বসে।

সেটা জানতেই বের হচ্ছি। তোমরা গোসল করে ভাত খেয়ে ঘুম দিয়ে ওঠো। হোমওয়ার্ক সেরে নাও। কুমুকে একটা চুমু দেয় সাবিনা। বাচ্চাটা অংকে ভালো করেছে। মুমু এগিয়ে আসে, মাম, আমি! তাকেও জড়িয়ে ধরে গালে চুমু দিয়ে হাতব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সাবিনা। লিফটের দরজায় দাঁড়িয়েই একটা মিস্‌ড কল দেয় ড্রাইভার শহিদের নম্বরে।

শহিদের সাদা টয়োটা জি গাড়িতে উঠে পড়ে সাবিনা। বলে, এয়ারপোর্টের দিকে যাও। র‍্যাডিসন পার হও।

গাজীপুরে জয়দেবপুর থানায় পৌছাতে পৌছাতে সাড়ে পাঁচটা বেজে যায়। বাড্ডার দুলাভাইকে পথে তুলে নিয়েছে সাবিনা। থানায় আগে থেকেই বলে রেখেছিলেন দুলাভাই। অবসরপ্রাপ্ত এডিশনাল সেক্রেটারির পরিচয়টা কাজে লাগে। পুলিশ খুবই সহযোগিতা করে।

গাড়িটা খুলে দেয়। গাড়ির চাবি গাড়ির ভেতরে লাগানোই ছিল। সেই দিক থেকে গাড়িটা নিয়ে আসতে পুলিশের কোনোই অসুবিধা হয় নি।

সাবিনা গাড়ির বাইরের দিকটা দেখেই বুঝতে পারে, এটা তাদেরই গাড়ি। গাড়ির সামনে বাম্পারটা তার অনেক চেনা। ভেতরে দেখে সে। গাড়ির ভেতরে তার কিনে দেওয়া কুশন। সাবিনা আড়ং থেকে এই কুশন কিনেছিল। মাছের আকার। গাড়ির পেছনে যেসব জিনিসপাতি ড্যাশবোর্ডে রাখা, সেসবও সাবিনার অনেকবার দেখা। এমনকি আবুল বাশারের



নামে আসা অনেকগুলো চিঠিপত্র খামসহ পড়ে আছে গাড়ির ভেতরে। [illegible] যে আবুল বাশারেরই গাড়ি, কোনোই সন্দেহ নাই। তবে গাড়ির কা[illegible] সব ব্যাংকের নামে। এই কারণে সরাসরি এই গাড়ি আবুল [illegible] কিনা, পুলিশ নিঃসন্দেহ হতে পারে নি। এরই মধ্যে অবসর[illegible] সচিব মোয়াজ্জেম হোসেন পুলিশের আইজির ডিআই[illegible] করে তৎপরতা শুরু করলে জয়দেবপুর থানা খানিকটা [illegible], গাড়ির মালিকের স্বজনেরা নিজেই আসবে গাড়ির কাছে। [illegible]বুল বাশারের ঠিকানায় তারা আর লোক পাঠানোর কথা [illegible]।

সাবিনার বুকের ভেতরে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ত[illegible] স্বামী আবুল বাশার কি তাহলে গুম হয়ে গেল?

আবুল বাশার কই? থানার ওসির টেবিলে বসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করে সাবিনা।

ওসির বুকে নেমপ্লেটে লেখা সেলিম।

সেলিম বলেন, আমাদের কাছে তো কোনো ইনফরমেশন নাই। আমরা নিকুঞ্জ উদ্যানের রাস্তায় শালবনের ভেতরে এই গাড়িটা মালিক বা চালকবিহীন অবস্থায় পেয়েছি। ভেতরে চাবি ছিল। সারা রাত সম্ভবত এটা ওখানেই পড়ে ছিল। তাই আমরা এটাকে থানায় নিয়ে এসেছি। তিনি কথা বলতে বলতে একটা সানগ্লাস তার চোখে দেন। সাবিনার মনে হয়, তিনি মিথ্যা কথা বলছেন, সেটা যাতে ধরা না পড়ে, তাই তিনি নিজের চোখটা ঢেকে ফেললেন কালো কাচে।

এখন কী করব? জিডি না মামলা? মোয়াজ্জেম হোসেন জিগ্যেস করেন। [illegible]রা গড়নের একজন মানুষ। সাদা হালকা স্ট্রাইপের ফুলহাতা শার্ট, কালো প্যান্ট, কালো জুতা পরে এসেছেন। মাথায় সাদা কালো চুল। তাকে নিপাট ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে।

একটা জিডি করে যান।

মোয়াজ্জেম হোসেন নিজের হাতে একটা সাধারণ ডায়েরি লেখেন। আবুল বাশার (বয়স ৪০) এবং তার ড্রাইভার কাশেম আলী (বয়স ৩২) গতরাত থেকে নিখোঁজ। তার গাড়িটা এখন জয়দেবপুর থানায় পাওয়া গেছে।

ওসি বলেন, আপনার স্বামীকে উদ্ধারের যত রকমের চেষ্টা আছে আমরা করব। আর আপনাদের গাড়িটাও আপনারা যাতে তাড়াতাড়ি ফেরত পান, সে ব্যবস্থা করা হবে। তবে আপাতত মামলার প্রমাণ হিসেবে গাড়িটা আমাদের এখানেই থাকুক।

সব টাকা খাওয়ার মতলব...ফেরার পথে বাড্ডার দুলাভাই বলেন।

গাড়িটা পইড়া আছে, মানুষ দুইটা হাওয়া...শহিদ ড্রাইভার বলে।

সাবিনা কিছু বলার শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছে। গাড়ি চলে অন্ধকার চিরে। রাস্তায় ভীষণ যানজট। গাড়ি চলে আবার চলেও না। সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে, তবে কিছু দেখছে না। তার শুধু কান্না আসছে। এই মানুষটাকে কোথায় পাওয়া যাবে? কার কাছে গেলে সে তার স্বামীকে ফেরত পাবে?

ফিরতে ফিরতে রাত দশটা হয়ে যায়। এর মধ্যে সাবিনা অনেকবার ফোন করে

মহুয়াকে নির্দেশ দেয় কী করতে হবে না হবে ?

মুমুর সঙ্গেও কথা হয়।

মুমু বলে, মাম, ড্যাডির খবর পাওয়া গেল ?

মাম বলে, গাড়িটা পাওয়া গেছে।

মুমু কাঁদে...গাড়ি পাওয়া গেছে মানে ? ড্যাডি কোথায় ?

ড্যাডিকে এখনও পাওয়া যায় নি। তবে পাওয়া যাবে। তোমাদের ড্যাডি নিজেই এসে যাবে।

কুমুও ফোন নেয়...মাম, ড্যাডি হারিয়ে গেছে ?

না। কোথাও কোনো কাজে আটকা পড়েছে। আসবে। বলে সাবিনা ফোনের লাইন কেটে দেয়। তার নিজের চোখের জল সে সামলাতে পারে না।

কালকে আমরা একটা সাংবাদিক সম্মেলন করব। এর মধ্যে আমি দেখি, হোম মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে পারি কিনা। আর আমার যেসব লাইনঘাট আছে, চেষ্টা করি। সিআইডি ডিবি-র লোকদের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করার চেষ্টা করি। দুলাভাই বলেন।

সাবিনার মাথা যেন শূন্য হয়ে গেছে। সে কিছু ভাবতে পারছে না। তার খুবই খারাপ লাগছে। সে চুপ করে বসে থাকে।

মোবাইল ফোন বাজে, মিনু আপা ফোন করেছেন উত্তরা থেকে, এই কী হইছে ? বাশার কই ?

জানি না।

জানি না মানে। আমাদেরকে কিছু বলিস নাই কেন। আমরা তোর কেউ না। এত বড় ঘটনা। বাশার গুম হয়ে গেল কালকে রাতে। আজকে চব্বিশ ঘণ্টা হয়ে গেছে, তুই আমাকে একটা ফোন করতে পারলি না ?

গুম হয়েছে কিনা, কীভাবে বুঝব! আমি তো এখনো কিছু বুঝছি না মিনু আপা।

গুম হয়েছে কিনা কীভাবে বুঝব মানে! টেলিভিশনের খবরে দে[illegible] আবুল বাশার নামের ব্যবসায়ী গুম হয়ে গেছে। তার গাড়ি গা[illegible] জঙ্গলে পড়ে আছে। গাড়ির ছবি দেখাল। আবার তার অফিসে[illegible] সাক্ষাৎকার দেখাল। এত কিছু ঘটল, আর আমি কিছুই জা[illegible]ম না! তুই কই ?

আমি গাজীপুরে গিয়েছিলাম। এখন গাড়িতে [illegible]।

গাজীপুরে ? গাজীপুরে ক্যান ?

থানায় ডায়েরি করলাম। গাড়িটাও [illegible]।

আচ্ছা। বাসায় যেতে কতক্ষণ লাগবে ? [illegible] রওনা দিচ্ছি।

আসেন।

এরপরে আর ফোন রাখা যায় না। ফোনের ওপরে ফোন আসতে লাগল। এখান থেকে ওখান থেকে। যত আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব আছে, সবাই ফোন করেছে।

এই কী হয়েছে ?

সাবিনা কী বলবে ? কী হয়েছে ? সে কী জানে ? সে তো এখনো কোনো কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।

এর পরে আসতে শুরু করল সাংবাদিকদের ফোন। কী হয়েছে বলুন তো!

সাবিনা বলল, আমার স্বামী পানি উন্নয়ন বোর্ডের ঠিকাদার আবুল বাশার আর তার ড্রাইভার কাশেম আলীকে কাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। মোবাইল ফোনে রিচ করা যায় না। তাদের গাড়ি পাওয়া গেছে গাজীপুরের জঙ্গলে। এর বেশি কিছু আমি জানি না। আমি জয়দেবপুর থানায় ডায়েরি করে ফিরছি। গাড়ি আইডেন্টিফাই করেছি। ওটা ওরই গাড়ি।

সাবিনা যখন ধানমণ্ডি সাত নম্বরে তাদের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের সামনে এলো, তখন বাড়ির সামনে রীতিমতো ভিড়। অনেকগুলো টেলিভিশনের গাড়ি সেখানে।

সাবিনা গাড়ি থেকে নামতেই গার্ড সাংবাদিকদের দেখিয়ে দিল, ওই যে উনি আইছেন।

সাংবাদিকদের ক্যামেরা ফ্লাশ লাইট জ্বলে উঠল। ছয় সাতটা ক্যামেরা তার সামনে।

সাংবাদিকেরা মাইক্রোফোন হাতে এগিয়ে উঠল, আপা, আপনার স্বামী আবুল বাশার কীভাবে গুম হলেন একটু বলবেন কী ? উনি কি কোনো পলিটিক্স করতেন ?

সাবিনা হতভম্ব। সে বলল, আমার স্বামী কাল রাতে বাড়ি ফেরেন নাই। ওনার মোবাইল বন্ধ। ড্রাইভার কাশেম আলীরও মোবাইল বন্ধ। গাড়ি পাওয়া গেছে গাজীপুরে। পুলিশ বলছে। আমরা জয়দেবপুর থানা থেকে ফিরছি। ওটা আমাদেরই গাড়ি। আমার স্বামী পানি উন্নয়ন বোর্ডের কন্ট্রাক্টর। উনি কোনো পলিটিক্স করতেন বলে আমার জানা নাই। আমার দুটো ছোট ছোট মেয়ে। আমি আকুল আবেদন জানাই, যদি কেউ আমার স্বামীর কোনো খোঁজ পান আমাদের জানাবেন।

সাংবাদিকেরা বল[illegible]নার মেয়ে দুজন যদি ক্যামেরায় কথা বলে, তাহলে ভালো হবে [illegible] আবেদন জানায়, মানুষের মনে সেটা দাগ কাটবে।

মো[illegible]ব বললেন, ওরা একটা বিপদের মধ্যে আছে। এই ভদ্রমহি[illegible]ন খুব টায়ার্ড। ওর ওপর দিয়ে কী ঝড় বয়ে যাচ্ছে, [illegible]নারা [illegible] সবই জানেন। কেন তাহলে আর ওদের কষ্টটা বাড়াবেন ?

[illegible]ন তরুণী, তিনি পরে আছেন কালো রঙের ট্রাউজার আর বাদামি [illegible], বললেন, ধরা যাক উনি কোথাও লুকিয়ে আছেন। ওর মেয়েরা যদি [illegible]ল, বাবা, ফিরে এসো, এটায় কাজ হবে।

মোয়াজ্জেম সাহেব রাগী স্বরে বললেন, উনি কোথাও লুকিয়ে নেই। উনি হারিয়ে গেছেন।

তার মানে কেউ তাকে গুম করেছে। তাহলে যারা তাকে গুম করল, তাদের কাছে এই বাচ্চারা যদি আবেদন জানায়, তাহলে হয়তো তাদের কাছে মেসেজটা পৌঁছে যাবে।

ওরা দুজন এই ক্যামেরা, এই সাংবাদিকদল এড়িয়ে লিফটে ওঠেন। ছয়তলা পর্যন্ত যেতে হবে।

ছয়তলায় গিয়ে দেখেন, দরজার সামনে সাংবাদিকেরা ঠিকই পৌঁছে গেছেন। ওরা দোরঘণ্টি বাজালে মহুয়া আসে দরজা খুলতে। আর সঙ্গে সঙ্গে ওরা ক্যামেরা সমেত ঢুকে যান বাড়ির মধ্যে। মুমু আর কুমু তখন শোবার পোশাক পরে দাঁত মেজে শোবার জন্য তৈরি। তারা পরের দিন স্কুলে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এই সময় নারী-সাংবাদিকটি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাদের সামনে হাজির হয়। তাদের বলে, তোমাদের আব্বু গুম হয়ে গেছে, তোমরা কিছু বলো। ক্যামেরা আনছি। ক্যামেয়ায় বলো।

কুমু বলে, গুম কী ?

মুমু বলে, আমি তো স্লিপিং ড্রেস পরা। আপনারা আমার শোবার ঘরে ঢুকে পড়েছেন কেন ?

বাসার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যায়। এত টেলিভিশন চ্যানেল হয়েছে এই দেশে।

এত তাদের তৎপরতা! তারা ড্রয়িংরুম তছনছ করে, শোবার ঘরে হামলা করে, বালিকা দুটোকে পোশাকও পাল্টানোর সুযোগ দেয় না, ওই অবস্থাতেই তারা মেয়ে দুটোকে কাঁদানোর চেষ্টা করে।

মেয়েরা তখনো বোঝে না গুম কী। তাদের বাবা কি হারিয়ে গেছে, নাকি কোথাও বেড়াতে গেছে, নাকি মারাই গেছে, কোনো ধারণাই তো আসলে তাদের নাই।

আরেকজন নারী-সাংবাদিক বাচ্চাদের বোঝায়।

দুজন মেয়েকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে নারী-সাংবাদিক বলে, তোমাদের আব্বু তোমাদেরকে আদর করত না ? তোমাদেরকে নিয়ে বেড়াতে যেত না ?

মুমু বলে, আমরা এভরি ফ্রাইডেতে একসঙ্গে বের হতাম। কোয়ালিটি টাইম কাটাতাম। আমরা প্রত্যেক ফ্রাইডেতে অবশ্যই বাইরে কোথাও একসঙ্গে ডিনার করতাম।

নারী-সাংবাদিক বলে, এই ফ্রাইডেতে তোমাদের আব্বু তোমাদের সঙ্গে আসবে না। তোমাদের কেমন লাগছে ? আব্বুকে ছাড়া তোমরা থাকতে পারবে ?

এইবার প্রথমে কুমু ড্যাডি ড্যাডি বলে কাঁদতে শুরু করে, তারপর তার সঙ্গে কান্নায় যোগ দেয় মুমু। তখন প্রথমোক্ত নারী-সাংবাদিকটি বলে, তোমরা বলো, আমাদের ড্যাডিটিকে ফিরিয়ে দিন। আমরা আমাদের ড্যাডিকে ফিরে পেতে চাই।

মুমু বলে, ড্যাডি তুমি কই ? তুমি ফিরে আসো। বলে সে কাঁদতে থাকে।

তখন সাংবাদিকেরা বলাবলি করে যে, এনাফ বাইট পাওয়া গেছে। হইছে। আর লাগবে না।

তারা মুমু ও কুমুকে আপাতত রেহাই দেয়।

ততক্ষণে মিনু আপা এসে গেছেন। তিনি বলেন, এই আপনারা কী করছেন ? সরেন সরেন। কী সাক্ষাৎকার লাগবে, আমাকে বলেন। আমি দিচ্ছি। তিনি তার লিপস্টিক বের করেন এবং ডাইনিং রুমের বেসিনের আয়নায় [illegible] করে নেন। চিরুনি বের করে চুলটাও [illegible] পরিপাটি [illegible]। আগে জানলে তিনি বিউটি পার্লার থেকে [illegible] আসতেন। এতগুলো টিভি-ক্যামেরা।

টিভি-ক্যামেরার অর্ধেক চলে যায়, বাকিরা তার সাম[illegible] ও ফ্লাশ লাইট তাক করলে তিনি ভেউ ভেউ করে কাঁদ[illegible] বলেন, আমার এই ভাইটার মতো ভালো মানুষ জগতে দু[illegible] ভুবনে তার কোনো শত্রু নাই, তাকে কে গুম করল, কে[illegible] [illegible]রকারের প্রতি আমা[illegible] [illegible]কুল আবেদন, তাকে উদ্ধার করুন, এ[illegible]জন নারীকে বিধবা করবে[illegible] দু[illegible] মাসুম বাচ্চাকে এতিম করবেন [illegible]। আপনাদের দোহাই লাগে।



এখন দেখা যাচ্ছে, আবুল বাশার সম্পর্কে সাবিনা অনেক কিছুই জানত না। টেলিভিশন সংবাদ, সংবাদপত্রে বহু কিছু প্রকাশিত হয়। আবুল বাশার ঠিকাদার ছিল, শুধু তাই নয়, কে কোন ঠিকেদারি পাবে, সেসব নাকি সে-ই নিয়ন্ত্রণ করত, উচ্চ পর্যায়ের মানুষদের সঙ্গে তার দহরম মহরম ছিল, উচ্চ পর্যায়ের কোনো দুর্নীতির সে মধ্যস্থ করেছিল, সেই দুর্নীতি যাতে প্রকাশিত না হয়, সে জন্য তাকে গুম করা হয়েছে, এই রকমের একটা খবর ছাপা হয়েছে একটা পত্রিকায়। আরেকটা পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, পুরো ব্যাপারটাই আসলে নারীঘটিত। আবুল বাশারের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছিল কোনো এক ক্ষমতাবানের স্ত্রীর, ক্ষমতাবান এই খবর জানার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা করেন যে, আবুল বাশারকে তিনি ক্রস ফায়ারে দেবেন, এটা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সূত্র থেকে জানা গেছে।

সাবিনা টেলিভিশন খবর থেকে এসব জানে, সে এখন হিন্দি সিরিয়াল দেখার

ফাঁকে ফাঁকে বাংলাদেশের বিভিন্ন চ্যানেলের খবর দেখে। সে তার নিজেকে খবরে দেখতে পায়, তার দুই মেয়েকে সে কাঁদতে দেখে টেলিভিশনের পর্দায় এবং দেখে আবুল বাশারের নানা ধরনের স্থিরচিত্র। আবুর বাশারের অফিস এবিসির ধূর্ত কর্মকর্তা মাসুমকেও দেখা যায় টেলিভিশনের খবরে।

তার বাড়িতে তার মা এসে হাজির হন। তিনি এতদিন কুষ্টিয়ায় বড় ছেলের বাড়িতে ছিলেন, মেয়ের দুর্দশার খবর শুনে তিনি নিজে চলে এসেছেন। ভাইজান আসতে পারে নি, তাকে তুলে দিয়েছেন নাইটকোচে, সকালবেলা শহিদ ড্রাইভার তাকে গাবতলি থেকে নিয়ে আসে। কিন্তু আবুল বাশারের ভাইয়েরা কেউ খবর নেয় না। একমাত্র খালাত ভাইয়ের বউ মিনু আপা ছাড়া ও পক্ষের কাউকেই তেমন তৎপর দেখা যায় না। আবুল বাশারের দুই মা, সে ছোট মায়ের সন্তান, ছোট মায়ের আর কোনো সন্তান নাই, তার বাবা তার ছোটবেলায় চাঁদপুরে বেশ কিছু জায়গাজমি রেখে মারা যান, তার মা অনেক কষ্টে আবুল বাশারকে নিয়ে দিনাতিপাত করেন, বড় হয়ে আবুল বাশার তার সৎ দুই ভাইয়ের সঙ্গে জমিজমা সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ে। ফলে ওই পক্ষের কারও সঙ্গেই আবুল বাশারের সুসম্পর্ক নাই।

মা আসায় সাবিনার বুকে খানিকটা বল আসে। দোরঘণ্টি বাজতেই সে দরজায় ছুটে যায়, মা এবং শহিদ দাঁড়িয়ে আছে দরজায়, শহিদের হাতে মায়ের ব্যাগ, সাবিনা মাকে জড়িয়ে ধরে ভেতরে আনে। মহুয়া ছুটে যায় এবং বলে, নানি, কেমন আছেন ? মাকে অনেকটাই বয়স্ক দেখায়, প্রতিবার মাকে দেখে সাবিনার এই অনুভূতিই হয় যে, মা বুড়ি হয়ে গেছেন। মা একটা ঘিয়ে রঙের শাড়ি পরে আছেন, গায়ে আবার একটা ওড়না জড়িয়েছেন, মার সাদাকালো চুল এলোমেলো, সারা রাতের ধকলে মার চোখের নিচে কালি। মাকে নিয়ে সাবিনা গেস্টরুমে যায়, মা খাটে বসেন।

মা আসো, বাথরুম সারো। সাবিনা তাকে বাথরুম দেখায়। মা বলেন, বাচ্চারা কই ?

সাবিনা তাকে বাথরুমের দরজা দেখিয়ে দিয়ে বলে, ওরা স্কুলে [illegible] মা।

স্কুল ? এই অবস্থায় স্কুল ?

বাসায় থেকে কী করবে মা ? আর কত ধর[illegible] [illegible] হচ্ছে। টেলিভিশনে এক ধরনের কথা। খবরের কাগজে [illegible] [illegible]নের কথা। ওরা থাকলে খুব ডিস্টার্ব ফিল করে মা। তার [illegible] [illegible] স্কুলে। পড়াশোনা নিয়ে থাকলে ভুলে থাকতে পারে।

মা বাথরুম সারেন। মাকে টুথব্রা[illegible] [illegible] [illegible]গিয়ে দেয় সাবিনা। মা দাঁত মেজে ওজু করে বলেন, আগে [illegible] সেরে নিই মা। কাজা হয়ে গেছে।

মা, আগে কিছু মুখে দাও। একটু চা খেয়ে নাও। তারপর নামাজ পড়ো। কাজাই তো পড়বা।

মা ডাইনিং টেবিলে বসেন। চায়ের কাপে চুমুক দেন। তারপর বলেন, আল্লাহ আল্লাহ করো। নামাজ পড়। ইনশাল্লাহ জামাই চলে আসবে।

তুমি দোয়া করো মা। তোমার দোয়া আল্লাহ কবুল করবেন।

সারাক্ষণই তো দোয়া পড়ছি মা। খবরটা শোনার পর থেকেই সারাক্ষণ আল্লাহকে ডাকছি।

ঘড়ির কাঁটার টিকটিক শব্দও শোনা যাচ্ছে। সাবিনার ঘুম আসছে না। রাত একটার সময় টেলিভিশনের টকশো শুনে সে চোখ বন্ধ করেছে। এখন বোধ হয় তিনটা বাজে। কিছুতেই ঘুম আসছে না। তার মেয়ে দুজনও তার পাশেই শুয়েছে। ওরা ঘুমুচ্ছে।

ক্লাস বন্ধ না করাটা ভালো হয়েছে এক দিক থেকে। পড়াশোনার ভেতরে আছে। অন্য দিকে স্কুলে নানা কথা শুনতে হয়। কুমু বলছিল, মাম, আমাদের ক্লাসের ওয়াসফিয়া বলেছে, ড্যাডি নাকি আরেকটা বিয়ে করেছে। আমি ওকে থুতু দিয়েছি।

ছি মা, থুতু দিতে হয় না।

ওয়াসফিয়া পচা। ও কেন এইসব পচা কথা বলবে ? কুমু গাল ফুলিয়ে বলে। এমনিতেই মেয়েটা দেখতে জাপানি পুতুলের মতো, গাল ফোলালে ওকে কেমন লাগে!

মুমুও অনেক কথা শোনে। মেয়েটা চাপা স্বভাবের হয়েছে। কিছু বলে না।

সাবিনার কত কথা মনে হয়। ১৫ বছর আগের কথা। যখন তার বয়স ছিল ২২, সে পড়ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। থাকত শামসুন্নাহার হলে। ভীষণ শুকনো ছিল সে, সাবিনা, মেয়েরা তাকে ডাকত স্লিমা, আর ক্লাসের ছেলেরা ডাকত বাতাসী বিবি বলে।

হলের গেটেই আবুল বাশারের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়। আবুল বাশার এসেছিল তার বন্ধু পাভেলের সঙ্গে। এসেছিল তার বেডমেট শাহিনাপুর সঙ্গে দেখা করতে। সাবিনা তখন শামসুন্নাহার হলে ডাবলিং করে থাকত। সেটাও একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। ডাবলিং সিটও সিট। শাহিনাপু তার সিনিয়র ছিলেন। ইংরেজি বিভাগে পড়তেন। তিনি ছিলেন একদম মডেলদের মতো [illegible]। একটু শ্যাম বর্ণ, এ জন্য তার মনটা দমে থাকত, তিনি [illegible] লাভলি মাখতেন। সাবিনা তাকে কতদিন বলেছে, আ[illegible] সুন্দর, কী সুন্দর তোমার ফিগার, আর গায়ের এই কাঁঠাল[illegible] [illegible]র মতো রঙটার জন্যই তুমি সুন্দর। তুমি ফরসা যথেষ্টই আছ। আর [illegible] না। তাহলে তুমি অরডিনারি হয়ে যাবে। এখন তুমি বাং[illegible] এক নম্বর সুন্দরী। কেন ফরসা হতে চাচ্ছ ?

শ[illegible]হিনাপু যে সুন্দরী, সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছেলেই জানত [illegible]হয়। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই চিঠি আসত। তারপর মোবাইল ফোন চালু হওয়ার পরে তো তার ফোন নম্বরের জন্য সাবিনা পর্যন্ত লোকে হানা দিত। আপা, আপা, একটু মোবাইল ফোন নম্বরটা দেবেন ?

সাবিনা বলত, আমার তো মোবাইল ফোন নাই। তখন ওপাশ থেকে উদ্ভ্রান্ত প্রেমে পড়া যুবকের কাতর আর্তি: আপনার নম্বর নয়, শাহিনার নম্বর।

ওনার নম্বর আমি দেব কেন ? ওর কাছ থেকে নিন।

শাহিনাপুর কাছে পাভেল ভাই আসতেন। পাভেল ভাই এলে শাহিনাপু বলতেন, সাবি, তুইও চল।

আমাকে কেন নিচ্ছ ? আমি কাবাব মে হাড্ডি হতে চাই না।

আরে আমি কি পাভেলের সঙ্গে প্রেম করি নাকি ?

করো না। পাভেল ভাই তোমার জন্য মরেই যাচ্ছে। চোখ দেখলেই বোঝা যায়, গভীর প্রেম।

না প্রেম না। পাভেলের প্রেম আছে। ওর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে বাড়িতে।

তাই নাকি! তোমাকে বলেছে ?

নে কথা বলিস না। চল বেরোই। জামাটা পাল্টে নে।

সাবিনা জামা পাল্টায়। চিরুনি বোলায় চুলে। লিপস্টিক ঠোঁটে। সেদিন সে পরেছিল একটা নীল রঙের কামিজ। কিন্তু ঘরে পরার স্যান্ডেলজোড়া পাল্টাতে গিয়েছিল ভুলে।

শাহিনাপুর সঙ্গে গেটে গিয়ে পাভেল ভাইয়ের সঙ্গে আসা ছেলেটার দিকে তার চোখ পড়ল। পাভেল ভাই পরিচয় করিয়ে [illegible]লেন: ওর নাম আবুল বাশার। প্রথম দিন পাভেল ভাই সেই যে পুরো নামটা বললেন, আবুল বাশার, সেইটাই সাবিনার মনে স্থায়ীভাবে দাগ কেটে ফেলল, এরপরে সব

সময়ই সাবিনা তাকে আবুল বাশার এই পুরো নামটা ধরেই ডেকেছে বা তার প্রসঙ্গ এলে পুরো নামটাই কেবল তার মনে পড়েছে।

আবুল বাশার পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা (এটা পরে সাবিনা জেনেছে), তখন ছিল মাঝারি গড়নের, না মোটা, না পাতলা, গায়ের রঙ না ফরসা, না কালো, মুখমণ্ডলে এমন কিছু নাই যা ঠিক আলাদা করা যায়, সে না গোলগাল, না তার চেহারা লম্বাটে, একেবারেই বিশেষত্বহীন চেহারা তার। আবুল বাশারের প্রেমে পড়ার কোনো কারণই ছিল না সাবিনার। তবু কেন প্রেমটা হলো, এই বিস্ময় তার বন্ধুবান্ধবদের কখনো যায় না।

সাবিনা জানে, কেন সে প্রেমে পড়েছিল আবুল বাশারের। কারণ আবুল বাশারের চোখে সে দেখেছিল নিষ্পাপতা। ইনোসেন্স। এই লোকটা খুব সাধারণ, এই সাধারণত্বই তার অসাধারণত্ব।

সাবিনা হয়তো শাহিনাপুর তুলনায় সাধারণ, কিন্তু আসলে তাকেও লোকে রূপবতী বলেই জানে, অন্তত সাবিনার তাই ধারণা। তখন সে খুব হালকা ছিল, এইটাই হয়তো ছেলেদের তার প্রতি ততটা আকর্ষণ করে নি, যতটা আকর্ষণ হয়তো এখন করে। কিন্তু সাবিনাকে যদি বলা হয়, কোন ফিগারটা তুমি নিতে চাও, ওই বাতাসী বিবির ফিগারটা, নাকি এখনকার ভরভরন্ত শরীরটা, নিঃসন্দেহে সে বাতাসী বিবিই হতে চাইবে।

আবুল বাশার দাবি করে যে, প্রথম দিন দেখেই সে সাবিনা ইয়াসমিনের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল।

সে তাকে একটা চিঠি লিখেছিল, যদি রাজি হও, তাহলে তুমিই আমার প্রথম, তুমিই আমার শেষ। এই একটা কথাই আসলে সাবিনাকে আবুল বাশারের প্রতি প্রেমভাবাপন্ন করে তোলে।

সে আসলে এমন একজনকে চায়, যাকে আর কেউ কোনোদিন দখল করতে পারবে না। না আর কোনো মেয়ে, না আর কোনো ছেলে।

এমনভাবে আর কেউ ভাবে কিনা, সাবিনা জানে না, কিন্তু সাবিনা ভেবেছিল। আবুল বাশারের মা নেই, বাবা আরেকটা বিয়ে করেছিলেন, এবং মারা গিয়েছিলেন, ফলে সাবিনা ভেবে দেখল, তার কোনো শাশুড়ি থাকবে না, শ্বশুর থাকবে না, ননদ থাকবে না, এ এমন একজন ছেলে, যাকে সাবিনা পাবে পুরোপুরি, আর ততদিনে হিন্দি সিরিয়াল দেখে [illegible] শাশুড়ি ও ননদ সম্পর্কে একটা ভয়াবহ ধারণা হয়ে গিয়েছিল [illegible]। কাজেই চাঁদপুরের এই যুবককে তার পছন্দই হয়ে গেল। [illegible] পড়ত শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউটে, কী পড়ত [illegible] কিন্তু ছাত্রাবস্থাতেই সে ঠিকাদারি লাইনে চলে গেল। ঠিকাদারি [illegible] কাজের জন্যই তাকে নেতাদের কাছে যেত হতো।

আবুল বাশারের সঙ্গে প্রথম দিন রিকশায় [illegible] নোর দিনটার কথা তার খুব মনে আছে।

সাবিনা তার খালাত বোনের বাড়ি যাবে, মগবাজার, মধুবাগ, মাঠের কাছে। সে রিকশা খুঁজছে। এই সময় রিকশায় করেই আবুল বাশার এলো শামসুন্নাহার হলের সামনে।

আগস্টের সেই বিকালটা ছিল মনোরম। বিকালের রোদ পড়েছে গাছগাছালির ডগায়, আকাশের একটা অংশ নীল, আরেকটা অংশে সাদা মেঘ।

আবুল বাশার নামতেই সাবিনা বলল, ভালোই হলো আবুল বাশার ভাই, আপনি এসেছেন। রিকশাটা ছেড়ে দিন। আমি মগবাজার যাব। এই রিকশা যাবেন ?

রিকশাওয়ালা বলল, কই ?

মগবাজার। মধুবাগ মাঠের কাছে।

না যামু না।

আবুল বাশার বলল, চলো, আমি তোমার রিকশা ছাড়ি নাই। আমাকে নামায়া দেও মগবাজার মধুবাগ।

রিকশাওয়ালা বলল, ৫০ টাকা লাগব।

আচ্ছা ৫০ই লইবা। আবুল বাশার বলল, সাবিনা, আমিও যাব। চলো।

সাবিনা একটু ইতস্তত করল। তারপর উঠে পড়ল রিকশায়।

তার ক্লাসমেটদের সঙ্গে সাবিনা এর আগেও রিকশায় উঠেছে। কিন্তু তার কখনো এমন লাগে নি। আবুল বাশারের শরীরের স্পর্শ যেন তার সমস্ত শরীরে একটা অপার্থিব অনুভূতির সৃষ্টি করছে। রিকশা যেন তার কাছে মনে হচ্ছে একটা পঙ্খীরাজ ঘোড়া, কোনো এক রাজার কুমার তাকে সেই ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সাবিনা বলল, ৫০ টাকা রিকশাভাড়া তো বেশি। আমি তিরিশ টাকায় যাই।

আবুল বাশার বলল, গরিব মানুষ, ২০টা টাকা বেশি পাইলে কী আর এমন ক্ষতি হবে আমার!

ও মা ভাড়া তো আমি দেব। আমার তো হিসাবের টাকা।

না না তুমি কেন ভাড়া দেবে ? ওইখানে আমার কাজ আছে। তাই আমি যাইতাছি। তোমাকে লিফট দিতে যাইতাছি না।

সাবিনা খালাত বোনের বাসার সামনে নামল।

আবুল বাশার বলল, রাইতেই ফিরবা তো ?

হ্যাঁ।

কখন ?

আটটার মধ্যে না [illegible] আবার নয়টার মধ্যে পৌঁছাতে পারব না।

আইচ্ছা।

সাবিনা বাসার মধ্যে ঢুকে গেল।

[illegible] কুড়ি মিনিটে বেরুল সাবিনা। ততক্ষণে ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু [illegible]। তার বোনের ছোটছেলে একটা ছাতা ধরে আছে সাবিনার [illegible]। সাবিনা রিকশা পাবে কিনা সন্দেহ। রাত নয়টায় গেট বন্ধ হয়ে [illegible] কী মুশকিল!

সে বেরুতেই একটা রিকশা এসে থামল তাদের গেটে। বলল, ওঠেন। শামসুন্নাহার হল যাইবেন তো ? আপনারে নিয়া যাইতে কইছে।

কে বলেছে ?

মোড়ে খাড়ায়া আছে।

সাবিনা উঠল রিকশায়।

রিকশা মোড়ে গেলে, দেখা গেল একটা মুদি দোকানের ঝাঁপের নিচে আধা ভেজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আবুল বাশার।

সে বলল, আমি কি তোমার সঙ্গে ফিরতে পারি ?

ও মা আসেন।

ওই রিকশাভ্রমণটাই তার জীবনের গতি দিল বদলে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। মাঝে-মধ্যে দেয়া ডাকছে। বিজুলি চমকাচ্ছে। চারদিক ফ্লাশ লাইটের আলোয় চকিতে ভরে উঠে আবার অন্ধকারে ছেয়ে যাচ্ছে।

তারা দুজন এতটুকুন একটা রিকশার ভেতরে। তাদের সামনে পলিথিনের পর্দা।

আবুল বাশার হাত ধরল সাবিনার। ভেজা হাত। একটু ঠান্ডা অনুভূতি হলো সাবিনার।

সাবিনার কেমন ঘোর ঘোর লাগছে। সে বলল, আবুল বাশার ভাই, আমাকে চুমু দেন।

আবুল বাশার হতভম্ব।

সে বলল, কোথায় চুমু দেব ?

সাবিনা বলল, কোথায় চুমু দিতে হয় জানেন না ?

আবুল বাশার ঠোঁট বাড়িয়ে সাবিনার ঠোঁটে দ্রুত চুমু খেল।

আবুল বাশার গুম হয়ে যাওয়ার পর প্রথম শুক্রবারটায় মুমু আর কুমু বিকালবেলায় খুব মন খারাপ করেছিল। প্রতি শুক্রবার ড্যাডি তাদের নিয়ে বের হয়। নিজে গাড়ি চালায়। তারা কোনো রেস্টুরেন্টে যায়। একসঙ্গে ডিনার করে। কখনো কখনো ড্যাডি তাদের ঢাকার বাইরে বেড়াতে নিয়ে যায় শুক্রবারে। একদিন নিয়ে গিয়েছিল পদ্মা রিসোর্টে। একদিন তারা গিয়েছিল যমুনা রিসোর্টে।

ঢাকায় বিভিন্ন ধরনের রেস্তোরাঁ হচ্ছে। জাপানিজ, কোরিয়ান, স্প্যানিশ, ইতালিয়ান। এই শুক্রবারে তাদের যাওয়ার কথা ছিল একটা ইতালিয়াল রেস্তোরাঁয়।

কিন্তু ড্যাডি তো নাই।

তবুও বাড়ি ভর্তি লোকজন, হইচই, টেলিভিশনে ও সংবাদপত্রে নানা ধরনের খবর, প্রথম শুক্রবারটা কোনোমতে পার করল তারা।

পিতাবিহীন দ্বিতীয় শুক্রবার বিকেলে তাদের মনে হতে লাগল, জগতটাই যেন শূন্য হয়ে গেছে।

বিকালে বাড়িতে নানি আর মা ছাড়া কেউ নাই।

স্কুল বন্ধ। আজও বন্ধ। আগামীকালও বন্ধ। এই দীর্ঘ বিকালটা তারা পার করবে কীভাবে ?

ড্যাডি নাই।

মুমুর মনে হলো, তার গত জন্মদিনে ড্যাডি কী কাণ্ডটাই না করেছিলেন!

সে একটা মোবাইল ফোন চেয়েছিল বাবার কাছে।

ড্যাডি বলেছিল, বাচ্চাদের মোবাইল ফোন নিতে হয় না।

মুমু কেঁদে ফেলেছিল।

মা বলল, কাঁদছ কেন ? বাবা যা বলেছে ঠিক বলেছে। বাচ্চা[illegible] মোবাইল দেওয়া মানে তাকে নষ্ট করা।

রাত ১২টায় কেক কাটা হবে। বাবা রাত ১১টায় এলে[illegible] কেক নিয়ে।

মাম বলল, তুমি আবার কেক আনতে গেলে [illegible] কেক তো আনা হয়েছেই।

মুমু একটু অভিমান ভরেই তার ড্যা[illegible] মোবাইল ফোন সেট না এনে ড্যাডি আরেকটা কেক এ[illegible]। হবে কেক দিয়ে ?

রাত ১২টায় কেক কাটা হবে। ড্যা[illegible]লেন, আমারটা কাটো।

মাম বললেন, তোমারটা থাক ফ্রিজে। কাল কাটব। ওর ফ্রেন্ডরা আসুক।

মুমু বলল, তোমার কেক আমি আজকে কাটব না। মামের-টা কাটব।

ড্যাডি মন খারাপ করল।

সত্যি ইচ্ছা করেই, ড্যাডিকে কষ্ট দেওয়ার জন্যই, মুমু মায়ের আনা কেকটা কাটল। বাবারটা রেখে দেওয়া হলো ফ্রিজের মধ্যে।

পরের দিন বিকালে তার বন্ধুবান্ধবরা এল। ছয়টা মেয়ে, দুটো ছেলে। বাসায় ব্যাপক হইচই। এর মধ্যে মুমু কেক কাটছে। মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে। ডাইনিং চত্বরের বাতি নিভিয়ে দেওয়া হলো। বুশরা ক্যামেরায় ছবি তুলছে। ফ্লাশ লাইটের আলো জ্বলে উঠছে। সবাই গান ধরল: হ্যাপি বার্থডে টু মুমু...

করতালি। মুমু মোমবাতিতে ফুঁ দিল। কেক কাটল।

তারপর সানজানা কেকটা টুকরা টুকরা করার জন্য ছুরি চালাচ্ছে। ছুরি চলছে না। শক্ত কিছুতে আটকে যাচ্ছে। সে চিৎকার করে উঠল, শক্ত কেন। এটা কী ?

তার সন্দেহ সে প্রকাশ করল, কেকের ভেতরে গিফট নাকি!

ভালো করে কেটে দেখা গেল, ফয়েল পেপারে কী যেন মোড়ানো। তার ভেতরে দেখা গেল পলিথিনের প্যাকেট। তার ভেতরে একটা মোবাইল সেট।

ওরা সবাই চিৎকার করছে।

মুমু আনন্দে কেঁদে ফেলল। এত চমকও ড্যাডি দিতে পারে! ড্যাডি বাসায় নাই। সে কী কাণ্ডটাই না করেছে! আর কাল থেকে ড্যাডির সঙ্গে মুমু কী খারাপ ব্যবহারটাই না করেছে!

এখন মুমুর সেই কথা মনে পড়ছে। ড্যাডি নাই। ড্যাডি গুম হয়ে গেছে। তাকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। মাম কাঁদে। নানি কাঁদে।

এখন মুমুর বুক ভেঙে কান্না আসছে। সে এখন কাঁদবে। তার সামনে বসে আছে কুমু। সে বিছানায় পা ছড়িয়ে ছবি আঁকছে। সে হঠাৎ তাকিয়ে বলল, আপু, কাঁদছ ?

মুমু সজোরে কেঁদে উঠল।

কুমুও কাঁদতে লাগল।

হ্যালো শুন[illegible], আবুল বাশারকে কালকে দেখা গেছে। একটা কালো [illegible]। তিনি বসে আছেন। তার হাত পেছন থেকে বাঁধা। তাঁকে নি[illegible]ওয়া হচ্ছে গাজিপুর অবকাশ রিসোর্টে। সেখানে ডিলাক্স রুম [illegible] ৪ [illegible] তাকে রাখা হয়েছে। আপনি একটু খোঁজ নিন।

[illegible]ই ফোনটা আসে। সাবিনার বুকটা হঠাৎ করে যেন লাফিয়ে ওঠে। সে [illegible]লো কে বলছেন কোত্থেকে বলছেন বলতে বলতেই লাইনটা কেটে যায়।

সে তাড়াতাড়ি রিসিভড কলের তালিকা বের করে ফোন করে। কিন্তু ওই পাশে একটা রিং হওয়ার পরেই লাইনটা কেটে দেওয়া হয় এবং তারপর থেকেই ওই নম্বরটা বন্ধ পাওয়া যায়।

সাবিনা প্রথমে কথাগুলো একটা কাগজে লিখে ফেলে। গাজীপুর অবকাশ রিসোর্ট, ডিলাক্স রুম ৪। তারপর সে ফোন করে বাড্ডার দুলাভাইকে। দুলাভাই, এই রকম একটা ফোন এসেছিল।

দুলাভাই বলেন, আমরা তাহলে পুলিশকে খবর দিই। পুলিশ নিয়ে যাই।

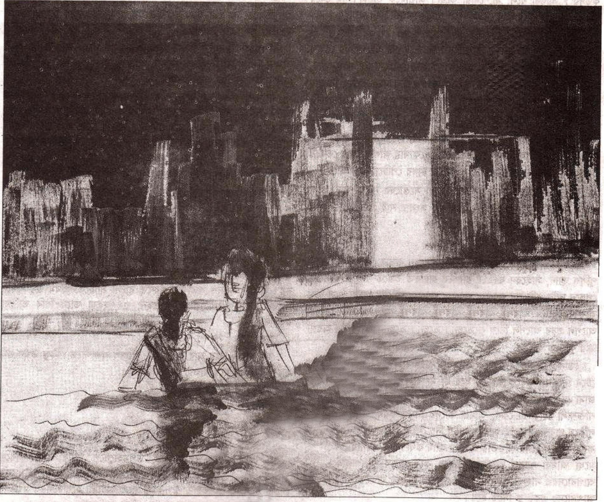
সাবিনা বলে, সবাই বলছে, পুলিশই তাকে গুম করতে পারে। তাহলে পুলিশকে খবর দিলে তো সরিয়ে ফেলবে। চলেন, নিজেরা নিজেরা যাই।

দুলাভাই বলেন, খুব রিস্কি হয়ে যায়। যদি সত্যি কেউ তাকে গুম করে থাকে, ধরা যাক, চাঁদার জন্য, তারা তো উল্টা আমাদের আক্রমণ করে বসতে পারে।

সাবিনা উদ্বিগ্ন গলায় বলে, তাহলে কী করব ?

দুলাভাই বলেন, পুলিশের সাহায্য আমাদের নিতে হবে।

সাবিনা বলে, পুলিশ এতদিন ধরে কী করল দেখলেন তো দুলাভাই। তারা আমাদের বাসায় আসে। আমাদেরকে ইন্টারোগেট করে। তারা শহিদকে ধরে নিয়ে গেল। ১২ ঘণ্টা বসিয়ে রাখল। তারা গার্ডকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমাকে কী সব প্রশ্নই না করল। আমার প্রেম আছে কিনা, ওর প্রেম আছে কিনা। এইসব। তারপর বলে, অপেক্ষা করেন, চাঁদাবাজরা নিজেরাই যোগাযোগ করবে, বলবে, অমুক জায়গায় আসেন, এত টাকা নিয়ে। তখন আমরা তাদের ট্র্যাপ করব। ওদের কথাবার্তা আমার ভালো লাগে নাই।



এইটা রুটিন কাজ। যে-কোনো খুন হলে প্রথমে [illegible] লোকজন, নিকটজনকেই তো পুলিশ সন্দেহ করবে। পুলি[illegible] কা[illegible] হলো সন্দেহ করা। এটা নিয়ে মন খারাপ কোরো না।

না আমার সন্দেহ যায় না। একটা কাজ করা যায় না, আপনার পরিচিত কোনো সাংবাদিক নাই ? তার সঙ্গে আমরা যাই। কোথায় যাব, আমরা আগে থেকে বলব না। টেলিভিশন চ্যানেলের গাড়ি নিয়ে যাব।

তুমি তো বুদ্ধি খারাপ দাও নাই। আচ্ছা এইটা করা যায় কিনা আমি দেখছি।

চ্যানেল আইয়ের গাড়ি আর ক্যামেরা পাওয়া যায়। তাদের একজন প্রযোজক পুলিশের আইজিকে বলে ৬জন পুলিশ সদস্যকে সঙ্গে নেন। তাদেরকেও একটা চ্যানেল আই লেখা মাইক্রোতে তোলা হয়। বাচ্চাদের নানির কাছে রেখে সাবিনা উঠে-পড়ে শহিদের গাড়িতে, পাশে বাড্ডার দুলাভাই অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব মোয়াজ্জেম হোসেন। দূর থেকে অনুসরণ করতে থাকে চ্যানেল আইয়ের মাইক্রোবাস দুটোকে। তারা চলেছে গাজীপুর অবকাশ রিসোর্টের উদ্দেশে।

সারা পথ ভীষণ উত্তেজনা বোধ করে সাবিনা। তারা ঢুকে পড়বে একটা রিসোর্টে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই তারা পৌছে যাবে ডিলাক্স চার নম্বর রুমে।

দরজায় সজোরে করাঘাত। রুমের দরজা খুলে গেল। পুলিশ অস্ত্র বাগিয়েই ছিল। হ্যান্ডস আপ। মাথার ওপরে হাত তুলে বেরিয়ে এলো সন্ত্রাসীরা। আর একটু পরে বেরিয়ে এল আবুল বাশার। দৌড়ে এল সাবিনার দিকে। সাবিনাও দৌড়ে গেল আবুল বাশারের দিকে: আবুল বাশার, ম্যায় আ গ্যায়ি হুঁ, অব কোই ঘাবড়ানিকে বাত নেহি হ্যায়। তখন বার বার করে ক্লোজআপে একবার সাবিনার মুখ, একবার আবুল বাশারের মুখ পর্দায় দেখা যাচ্ছে। তারপর একবার সন্ত্রাসীদের মুখ, একবার বাড্ডার দুলাভাইয়ের মুখ। কিন্তু সাবিনা আর আবুল বাশার খুব জোরে পরস্পরের দিকে ছুটে গেলেও সেটা স্লো মোশন হয়ে যায়। আর তারা বারবার কাছে যায়, হাতে হাত রাখতেই আবার পিছিয়ে গিয়ে আবার প্রথম থেকে দৌড় শুরু করে। মানে দৌড়ের শট বারবার দেখা যায়।

হিন্দি সিরিয়াল দেখে দেখে সাবিনার এই রকমের একটা কল্পনা মাথায় আসে। কিন্তু বাস্তবে এইসবের কিছুই হয় না। তারা যখন গাজীপুর অবকাশ রিসোর্টে পৌছায়, তখন রাত নটা। জঙ্গলের মধ্যে রিসোর্টটা। সাবিনার ভয় ভয় লাগে। সে আল্লাহকে ডাকতে থাকে। মুমু ফোন করে। মাম,

কতদূর ? সাবিনা বলে, মা, দোয়া করো। আল্লাহকে ডাকো। দুই মেয়ে মাথায় ওড়না পেঁচিয়ে জায়নামাজে বসে পড়ে। তাদের নানি তসবিহ গুনতে থাকেন।

চ্যানেল আইয়ের ক্রাইম রিপোর্টার সন্তোষ চৌধুরী এই দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তারা ঘটনা ঘটান কমান্ডো স্টাইলে। রিসোর্টের ম্যানেজার, দারোয়ান কিছু বুঝবার আগেই তাদের ডিলাক্স চার নম্বর রুমের দরজায় হানা দেওয়া সম্পন্ন। তারা ক্যামেরা বাগিয়ে দরজা নক করে। তাড়াতাড়ি খোলেন। বাইরে আগুন লেগেছে। পালাতে হবে। সন্তোষ চৌধুরী বলেন।

ভেতর থেকে দরজা খুলে যায়। দেখা যায়, একটা তোয়ালে পেঁচিয়ে সিনেমার নায়ক শিবলী খান বেরিয়ে আসে। কোথায় আগুন। আর ভেতরে দেখা যায়, একজন গায়িকা শিউলি চৌধুরী চাদর পেঁচিয়ে বসে আছে।

চ্যানেল আইয়ের ক্যামেরা দেখে তারা সন্তোষের পায়ে পড়ে। বস, এইটা নিউজ কইরেন না। আমার না হয় সংসার নাই, অর তো সংসার আছে। সর্বনাশ হইয়া যাইব।

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী খালেক চৌধুরী আপেল এসেছেন বাসায়। তার আগে দুটো পুলিশ ভ্যান, সাইরেন বাজিয়ে চারদিক সচকিত করতে করতে এসেছে। পেছনে দুটো পুলিশের ভ্যান। আগে থেকেই বাসায় গোয়েন্দারা এসে ভিড় করে রেখেছে। তারপর এল টেলিভিশনের ক্যামেরা। খালেক চৌধুরী আপেল প্রচুর আপেল নিয়ে এসেছেন। আপেল ছাড়াও অন্য ফলও অবশ্য তার ঝুড়িতে আছে।

তিনি এসে সাবিনার মাকে কদমবুসি করলেন। মুমু আর কুমুকে কাছে টেনে নিলেন। কুমুকে জড়িয়ে ধরে মা মা বলে ডাকলেন। তাদের জন্য জামা এনেছেন, বললেন। আর সাবিনার পাশে বসে বললেন, অপরাধী যত শক্তিশালী হোক না কেন, আমরা তাদের নির্মূল করব। তারা যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন, আমরা মাটির নিচ থেকে হলেও তাদের খুঁজে বের করব এবং আইনের আওতায় আনব। আমি কথা দিচ্ছি, আগামী [illegible] ঘণ্টার মধ্যে আমরা আবুল বাশারকে উদ্ধার করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। তবে আপনাদেরও সাহায্য লাগবে। তিনি কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারেন, এটা আপনাদের একটু ক্লু দিতে হবে।

আপনি এটা কী বলছেন ? সাবিনা [illegible] গলায় বলে। উনি কেন লুকিয়ে থাকবেন ?

না, মানে, ওনাকে কারা ধরে নিয়ে যেতে পারে, তার কোনো ক্লু যদি আপনাদের কাছে থাকে। আপনাদের কাছে কেউ কখনো চাঁদা দাবি করেছে কিনা, আপনাদের কোনো শত্রু আছে কিনা, পারিবারিক গোলযোগ, জমিজমা নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা ?

আমাদের যা মনে হয়েছে, আপনাদের লোকেরা তো এসে সব শুনেই গেছেন। বারবার করে আমাদের সবাই ইন্টারোগেট করেছেন।

ইন্টারোগেট করেছেন, না ? পাশে মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্তা বসে ছিলেন, তিনি বললেন, জি স্যার ফাইল আপনাকে পাঠানো হচ্ছে স্যার।

তাহলে তো কথাই নাই। আপনারা ঠিকমতো সহযোগিতা করলে ৭৮ ঘণ্টা কেন, ৫৮ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা ইনশাল্লাহ বের করে ফেলব।

টেলিভিশনের ক্যামেরায় ঘটনা পুরোটাই ধারণ করা হলো।

রাতের খবরে সব টেলিভিশনে বারবার করে এইসব দেখানো হতে লাগল।

সাবিনার মা বললেন, লোকটা কী ভদ্র! কত সুন্দর করে সালাম করল। আদব লেহাস আছে। নিশ্চয়ই সৎ বংশের ছেলে।

টেলিভিশনে টক শো হচ্ছে। লাইভ টক শো। টকশোর বিষয়: আবুল বাশারের গুম হয়ে যাওয়া।

উপস্থাপনা করছেন বিশিষ্ট উপস্থাপক ময়ূখ খান। আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন কলামলেখক আবুল কালাম আজাদ, অধ্যাপক শামসুর রেহমান এবং প্রাক্তন আইজি এম এ মাসুদ।

ময়ূখ খান প্রথমেই আহ্বান জানালেন কলামলেখককে। কিছু বলার জন্য। কলামলেখক আবুল কালাম আজাদ বললেন, ধন্যবাদ, জনাব ময়ূখ খান। আসলে আবুল বাশারের গুম হয়ে যাওয়া নিয়ে কথা বলার আগে আমাদের বুঝতে হবে, গুম হয়ে যাওয়া কী! বাংলা একাডেমী ডিকশনারি অনুযায়ী গুম শব্দটির অর্থ হলো: গুপ্ত, লুক্কায়িত, গায়েব, অদৃশ্য।

ময়ূখ খান জিগ্যেস করলেন: শব্দটা কি বিশেষ্য নাকি বিশেষণ ?

আবুল কালাম আজাদ: দুটোই। তবে আমরা বিশেষণ ধরব।

ময়ূখ খান: ধন্যবাদ।

এবার আমরা আসব অধ্যাপক শামসুর রেহমানের কাছে। আপনার কী মনে হয় ? আবুল বাশারের গুম হয়ে যাওয়া ঘটনাটার তাৎপর্য কী ?

অধ্যাপক সাহেব কেশে বললেন, ধন্যবাদ। আপনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন করেছেন। গুম কিন্তু এই উপমহাদেশের ইতিহাসে এটাই প্রথম নয়। আপনি সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলা সাহিত্যে প্রথম গুম শব্দটা পাবেন। ফকির [illegible] লিখেছেন, গুম হইয়া ভাবে বিবি ভাবিয়া রব্বানি।

ময়ূখ খান : সপ্তদশ শতাব্দীতে ?

অধ্যাপক : তবে আর বলছি কী। সপ্তদশ শতাব্দীতে। কিন্তু তখন গুম মানে কিন্তু গুম হয়ে যাওয়া ছিল না।

ময়ূখ খান : তবে কী ছিল ?

অধ্যাপক : গুম মানে ছিল গম্ভীর।

ময়ূখ খান : গম্ভীর ?

অধ্যাপক : হ্যাঁ। গম্ভীর।

প্রাক্তন আইজি : দেখুন এই উপমহাদেশে মানুষ নানা কারণে সংসারত্যাগী হয়েছেন। গৌতম বুদ্ধ সংসারত্যাগী হয়েছেন। আমাদের দেশে আমরা দেখি, ভাওয়াল সন্ন্যাসী সংসার ত্যাগী হয়েছিলেন।

কলামলেখক: তবে তিনি ফিরে এসেছিলেন।

অধ্যাপক: সেটা বিতর্কসাপেক্ষে।

প্রাক্তন আইজি: আইনের চোখে আপনি তা বলতে পারেন না। কেন আইন বলেছিল, রানী ভবানির স্বামীই ফিরে এসেছে।

ময়ূখ: আমরা একটা ফোন নেব। হ্যালো, দর্শক আপনি আপনার নাম বলে প্রশ্ন রাখুন।

দর্শক : হ্যালো (হ্যালোহ্যালোহ্যালোহ্যালো... প্রতিধ্বনি হতে থাকে)

ময়ূখ : হ্যালো দর্শক, আপনি টেলিভিশনের সাউন্ডের ভলিউমটা কমিয়ে দিন। এবার প্রশ্ন করুন।

দর্শক : জি ধন্যবাদ। আমার প্রশ্ন কলামলেখক আবুল কালাম আজাদের কাছে। আজকে কি আপনাদের পত্রিকা বের হয় নি ? আমার হকার পেপার দিয়ে যায় নি।

ময়ূখ : ধন্যবাদ দর্শক।

আমরা আরেকটা ফোন নিচ্ছি।

দর্শক, আপনি আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন।

দর্শক : জি আমি সানাউল্লাহ। আমার বাড়ি আপনাদের পাশের ডিস্ট্রিক্ট। আমার প্রশ্ন হলো, একটা জলজ্যান্ত মানুষ নিখোঁজ

হয়ে গেল, এই বিষয়ে কেন বিরোধী দল কোনো হরতাল দিল না? খালি কি পলিটিসিয়ানদের জীবনের দাম আছে? সাধারণ মানুষের জীবনের কোনোই দাম নাই?

ময়ূখ : ভালো প্রশ্ন। ধন্যবাদ আপনাকে। অধ্যাপক।

অধ্যাপক : জি ভালো প্রশ্ন। তবে এই প্রশ্নের উত্তর হলো, সাধারণ মানুষের জীবনের দাম অবশ্যই আছে। এটা সরকারকে এবং বিরোধী দলকে উপলব্ধি করতে হবে।

সাবিনা অনেকক্ষণ এই টকশো দেখে, তার হাই ওঠে, সে রিমোট টিপে অন্য চ্যানেলে যায়, সেখানে বিজ্ঞ আলোচক প্রশ্ন তোলেন, আবুল বাশার কি আদৌ জীবিত আছে। এই দেশে আদৌ কি মানুষের কোনো মানবাধিকার আছে? বাংলাদেশে গত কয়েক বছরে ক্রস ফায়ার, এনকাউন্টার, গুম, গুপ্ত হত্যার সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে।

সে আবার রিমোট টেপে ও টেলিভিশনের চ্যানেল বদলায়।

একটা হিন্দি সিরিয়ালে তার চোখ আটকে যায়, সে হিন্দি সিরিয়াল দেখে। সাউন্ড কমিয়ে রাখে, তবুও সে সব বুঝতে পারে, আর এই সিরিয়ালটার ইংরেজি সাব-টাইটেল থাকায় তার গল্পটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। টেলিভিশনের আলো এসে পড়ে মুমু আর কুমুর মুখে। সেই আলোয় ওদের মুখগুলোকে স্বপ্নীল বলে মনে হয়।

বিরোধী দলীয় উপনেতা জনাব আবদুল কাইয়ুম এলেন সাবিনাদের বাসায়। তার আগে এলো টেলিভিশনের ক্যামেরা, সংবাদপত্রের ক্যামেরা। তিনি আনলেন বিরোধীদলীয় নেতার বাণী। সেটা তিনি পড়ে শোনালেন। এই সরকারের হাতে সবকিছু গুম হয়ে যাচ্ছে, মানুষের নিরাপত্তা নেই, সংবিধানের পবিত্রতা নেই, মানবাধিকার হারিয়ে গেছে, আমাদের ভবিষ্যৎ আজকে গুম হয়ে গেছে। আমি আবুল বাশারকে অবিলম্বে সুস্থ দেহে ফিরিয়ে দেওয়ার জোর দাবি জানাই।

আবদুল কাইয়ুম বললেন, আমরা অবশ্যই জাতীয় সংসদে [illegible] বাশারের গুম হয়ে যাওয়া নিয়ে আলোচনা করার জন্য প্রস্তাব [illegible] করব। আমরা নোটিশ দেব। তবে সরকারি দল তো আ[illegible] নোটিশকেই পাত্তা দেয় না। দেখা যাক কী হয়।

তিনি একটা কাগজ দেখে পড়তে লাগ[illegible] [illegible]ভিশনের মাইক্রোফোন তার মুখের সামনে ধরা:

দেশে খুন, গুম, গুপ্তহত্যা বেড়েই চলেছে। [illegible] তিন মাসে খুনের মতো ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ৯৫০টি–যা জানুয়ারিতে ৩৩৬টি, ফেব্রুয়ারিতে ২৭৬টি, মার্চে ৩৩৮টি। তিন মাসে গুপ্তহত্যা সংঘটিত হয়েছে জানুয়ারিতে ৩১, ফেব্রুয়ারিতে ৯০, মার্চে ৯৩। আর খোদ রাজধানীতে খুন হয়েছে ৮২ জনের বেশি। এর মধ্যে রাজনৈতিক হত্যা ৮৩, আর আহত ছয় হাজারেরও বেশি। আর বিচারবহির্ভূত হত্যা ৩৫টির মতো ঘটেছে বলে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে। আর রেকর্ডের বাইরে এই সংখ্যা আরো বেশি এমনকি দ্বিগুণ সাধারণভাবে ধারণা করা হয়। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে গিয়ে একেবারে খুন কিংবা গুম করে ফেলতে হবে–এটা কোন ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি? এটা তো কোনো কৌশল হতে পারে না। এটা আদিম বর্বরতাকেও হার মানায়। আমরা ক্ষমতায় গেলে আবুল বাশারসহ সব গুম হয়ে যাওয়া ঘটনার বিচার করব। দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করব।

ভোর হচ্ছে। আজানের ধ্বনি ভেসে আসছে একযোগে : আসসালাতু খায়রুম মিনান্নাউম। সাবিনার মা উঠে পড়লেন ঘুম থেকে। অনেকগুলো মসজিদ থেকে একের পর এক আজান হচ্ছে, মাইক্রোফোনে সেই আজানের ধ্বনি এসে পড়ছে তার কানে। তিনি বিছানা ছাড়লেন। বাথরুমে গিয়ে ওজু করলেন।

মায়ের খুটখাট আওয়াজ শুনে উঠে পড়ল সাবিনাও। সেও বাথরুমে গিয়ে দাঁত মেজে ওজু করে এসে ডাকতে লাগল দুই মেয়েকে। মুমু, কুমু, ওঠো। ওজু করে নামাজ পড়ো।

মুমু চোখ রগড়ে উঠে পড়ল। কুমু উঠতে চায় না। তার ঘুম ভাঙতেই চায় না। সাবিনা তাকে কোলে করে তুলল।

চারজন বিভিন্ন বয়সি নারী ফজরের নামাজ পড়তে লাগল।

নামাজ শেষে কোরান শরিফ পড়তে বসলেন নানি। সাবিনাও একটা কোরান শরিফ নিয়ে বসল। মুমু ও কুমু এখনো কোরান শরিফ পড়তে পারে না। তাদের জন্য যথাক্রমে বাংলা ও ইংরেজি কোরান শরিফ আনা হয়েছে। তারা তাই পড়তে লাগল।

মোনাজাতে প্রত্যেকেই সবার জন্য দোয়া করা শেষে আবুল বাশারের সুস্থতা ও প্রত্যাবর্তন কামনা করে মোনাজাত করল।

সাবিনা বসে আছে মাজার শরিফের বারান্দায়। তার সঙ্গে এসেছেন তারানা ভাবি। তারানা ভাবির মেয়ে [illegible] সঙ্গে একই ক্লাসে পড়ে। তিনি বাড়িতে এসে বললেন, চলেন, ঘোড়[illegible]জারে যাই। ওখানকার খাদেম আয়না পড়া দিতে পারে। আ[illegible] দেখতে পাবেন, মুমুর বাবা কোথায় আছে, কেমন আছে।

শী[illegible]বেলা। এখনো কুয়াশা ভালো করে কাটে নাই। বাচ্চারা স্কু[illegible]ছ। [illegible]বিনা চলে এসেছে ঘোড়া পীরের মাজারে। তার সমস্ত শরীর [illegible]রকায় ঢাকা। শুধু মুখটা খোলা।

তারানা ভাবির বোরকাটা নীল রঙের। এটা বেশ ফ্যাশনদার বোরকা।

মাজারের বারান্দায় দুজন লোক ঘুমুচ্ছে। একজন বসে বসে জিগির করছে। লোবানকাঠি জ্বলছে। ভেতরে একটা লাল কাপড়ে ঢাকা মাজার।

ভেতর থেকে আলখাল্লা পরা, ঘাড়ে গামছা একটা লোক এলেন। তিনি বেশ বয়স্ক। লম্বা সফেদ দাড়ি।

তারানা ভাবি কনুই দিয়ে ধাক্কা দিয়ে বললেন, ইনিই খাদেম সাহেব। হুজুরকে সালাম দেন।

সাবিনা সালাম দিল।

তারানা বললেন, হুজুর, এনার স্বামী মোঃ আবুল বাশার আজ ১৫ দিন ধরে নিখোঁজ। কোথাও কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না। সঙ্গে তার ড্রাইভার কাশেম আলীও নিখোঁজ। আপনি হুজুর যদি একটু এলেম দ্বারা দেখতেন, কোথায় তারা আছেন। আদৌ বেঁচে আছেন কিনা।

হুজুর বললেন, আল্লাহ রাব্বুল আল আমিন রাখার মালিক। তুলে নেওয়ারও মালিক। আমরা তো উসিলা মাত্র।

তিনি একটা আয়নার গায়ে মুরগির পালক দিয়ে বানানো কলমে আরবি হরফে লিখতে লাগলেন।

বললেন, হাদিয়া দিতে হবে ৫৯৯ টাকা।

সাবিনা টাকা বের করল। একটা পাঁচশ টাকার নোট। একটা একশ টাকার।

হুজুর এক টাকার খুচরা একটা মুদ্রা ফেরত দিলেন।

এইভাবে লিখে লিখে আয়নাটা ভরে তুলে তিনি ধরলেন সাবিনার সামনে।

বললেন, মা জননী, আল্লাহর নাম নেন। বিসমিল্লাহ বলেন। এখন আপনি

আপনার স্বামীর মুখটা কল্পনা করেন। এখন এই আয়নায় তাকান। দেখেন, তিনি এখানে আছেন। দেখেন। দেখেন। দেখতে পাচ্ছেন।

জি। দেখতে পাচ্ছি। সাবিনা বলল।

তিনি কোথায় আছেন, জায়গাটা টের পাচ্ছেন?

জি না। একটা অন্ধকার ঘরে।

ঘরে কোনো আলো নাই?

আছে এক কোণে। একটা মোমবাতি আছে।

তাহলে তিনি বেঁচে আছেন। কবরে থাকলে কোনো আলো থাকত না। ভালো করে কলবটাকে শক্ত করেন। নিয়ত মজবুত করেন। এবার বলেন, স্বামীজি, আপনি কোথায়?

সাবিনা বলল, স্বামীজি, আপনি কোথায়?

আবুল বাশার বিড়বিড় করছে। ঠিক কোথায় বোঝা গেল না।

আপনি কালকে আবার আসেন। কালকে হাদিয়া আনবেন এক হাজার একশ এগারো টাকা। খুচরা আনবেন।

তারানা ভাবি পথে গাড়িতে সাবিনাকে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। আপনি তো তাকে দেখেছেনই। তাহলে ভালো করে প্রশ্ন করে জেনে নিতে পারলেন না? আচ্ছা ঠিক আছে। দুশ্চিন্তা করবেন না। উনি তো বেঁচেই আছেন। কোথায় আছে। এইটাই এখন প্রশ্ন। কালকে আবার আসব দুইজনে।

সাবিনার মনে হলো, আয়নায় সে নিজেকেও দেখেছে। সে খুবই রোগা হয়ে গেছে। আবার তাকে লোকে স্লিমা কিংবা বাতাসী বিবি বলে ডাকতে পারে।

কাশেম আলীর বাবা এসে উঠেছেন বাড়িতে। তার ছেলের খোঁজ [illegible] জানতে চান। বুড়া মানুষ।

তার সঙ্গে কথা বলছেন সাবিনার মা।

তিনি বললেন, আপনার ছেলে হারিয়ে গেছে। [illegible] বাবা হারিয়ে গেছে। স্বামী হারিয়ে গেছে। তাই না?

কাশেম আলীর বাবা বললেন, আপনেরা [illegible] মানুষ। আপনাগো মানষে গুম করে টাকার লাইগা। আমগো [illegible] গরিবের পোলা। হেরে কেন ধরল? হে আপনাগো গাড়ি চালাইত [illegible] তো। তাই না? কাজেই আপনেরা হয় আমগো পোলারে দে[illegible] পারলে ক্ষতিপূরণ দেন।

সাবিনার মা বললেন, আপনে কথা ঠিকই বলেছেন। এক কাজ করেন। সরকারের কাছে যান। তাদের কাছে চান। আমাদের কাছে তো কোনো টাকাপয়সা নাই।

কাশেম আলীর বাবা বললেন, তাজ্জব কথা! এত বড় বাড়িতে থাহেন। আর ট্যাকা নাই কন। কাশেম আলীর গত মাসের মাইনা টা তো দিবেন।

সাবিনার মা বললেন, সেটা তো কাশেম আলীকে দেওয়া হবে। আপনাকে কেন দেওয়া হবে।

তাইলে কাশেম আলীরে আইনা দেন।

সাবিনা পাঁচ হাজার টাকা এনে কাশেম আলীর বাবার হাতে তুলে দিল। কথা বেশি বলার চেয়ে বিদায় করে দেওয়া ভালো, আর বিদায় করার সহজ উপায় হলো টাকা দিয়ে দেওয়া। টাকা নিয়ে কাশেম আলী ড্রাইভারের বাবা বিদায় নিল।

কিন্তু সাবিনা চোখে-মুখে অন্ধকার দেখছে। মাস শেষ হয়ে নতুন মাস এসে পড়েছে। এখন বাসাওয়ালা আসবেন বাসাভাড়ার জন্য। ফোন করে তিনি গভীর সহানুভূতি দেখানোর পর বললেন, ভাবি, আমার তো ভাড়ার টাকায় সংসার চলে। টাকাটা নিতে কবে আসব?

ড্রাইভারের বেতন দিতে হবে। ওদিকে এবিসি অফিস থেকে মাসুম ফোন করেছে, অফিস ভাড়া আর কর্মচারীদের বেতন দিতে হবে।

এরপর আসবে ইলেক্ট্রিক বিল, গ্যাসের বিল, পানির বিল। আসবে ফোনের বিল। অ্যাপার্টমেন্টের সার্ভিস চার্জ। মুমু-কুমুর স্কুলের বেতন।

সাবিনার অ্যাকাউন্টে লাখ দেড়েক টাকা আছে। কিন্তু ও তো এক ফুৎকারেই উড়ে যাবে। আবুল বাশারের ড্রয়ারে চল্লিশ হাজারের মতো নগদ পাওয়া গেছে। তাই দিয়ে এই কদিন চলেছে। এরপর?

সাবিনা ড্রয়ারের কাগজপাতি ঘাঁটতে লাগল।

বুঝতে পারল, গোটা চারেক ব্যাংকে তার অ্যাকাউন্ট আছে।

এবং ব্যাংকে টাকাও আছে বেশ কিছু। ত্রিশ লাখের বেশি বই কম হবে না।

নিকেতনের প্লটটার কাগজপত্রও পাওয়া গেল।

সাবিনা তার বাসার কাছের ব্যাংকে গেল একদিন।

ম্যানেজার তাকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন এবং সালাম দিলেন। বললেন, ভাবি বস[illegible], এই আমিন, এক কাপ চা দাও।

সাবিনা ব[illegible] স্বামীর চেকবইটা আর ডিপোজিট স্লিপ নিয়ে এসেছি। [illegible] তো ওকে পাওয়া যাচ্ছে না। হাতে একদম টাকা নাই। কি[illegible] টাকা তো তুলতেই হবে।

ম্যানে[illegible] চেকবই দেখে কম্পিউটারের স্ক্রিনে তাকাল। কী সব এন্ট্রি কর[illegible] বোর্ডে। তারপর বলল, ভাবি, টাকা তো ভালোই আছে। উনি কি [illegible] চেকে সাইন করে রেখে গেছেন?

জি না।

আপনাকে নমিনি করে গেছেন। কিন্তু উনি মারা না যাওয়া পর্যন্ত তো ভাবি আপনি টাকা তুলতে পারবেন না।

ও তো মারা যায় নি। ও তো ফিরে আসবে।

জি জি নিশ্চয়ই। আমি সেই কথাটাই বলতে চাচ্ছিলাম।

তো এখন আমরা টাকাটা কীভাবে তুলতে পারি।

ভাবি, আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে কথা বলে দেখি। আসলে ভাবি, যার অ্যাকাউন্ট তিনি ছাড়া অন্য কেউ তো টাকা তুলতে পারবে না। যদি মারা যান...

না উনি তো মারা যান নি।

তাহলে তো ভাবি হচ্ছে না। তবে আমি হেড অফিসে কথা বলি। বাংলাদেশ ব্যাংকের মত নিই। আপনাকে জানাব। আপনার টেলিফোন নম্বরটা ভাবি রেখে যান।

সাবিনা ব্যাংকের ম্যানেজারের রুম থেকে বেরিয়ে আসছে। তার চোখে মুখে অন্ধকার। শীতের সকালেও সে ঘামতে লাগল।

সাবিনা অপেক্ষা করছে টেম্পোর জন্য। মধ্য বাড্ডার বড় রাস্তায়।

ফাল্গুন শেষ হয়ে চৈত্র পড়ছে। বেশ গরম।

সাবিনা প্রায় আধা মাইল পথ হেঁটে এসেছে এই টেম্পো স্ট্যান্ডটায়।

একটা টেম্পো এসে দাঁড়ালেই সে দৌড়ে গিয়ে টেম্পোর পেছনে ঝুলে পড়বে। সিট থাকলে মহিলা মানুষ, একটা সিট ধরে ফেলতেই পারবে। তার হাতের ব্যাগে টিফিন বক্স, তাতে দুটো রুটি আর আলুভাজি।

সাবিনারা ধানমণ্ডি সাত নম্বরের এই ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়েছে। তারা চলে এসেছে বাড্ডায়। বাড্ডা এলাকায় গলির ভেতরে তারা একটা ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে। সেখানে বাসা ভাড়া ধানমণ্ডির ফ্ল্যাটের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। সার্ভিস চার্জ কম। সেখানে তাদের কোনো এসি থাকবে না। ধানমণ্ডির বাসার এসিগুলো তারা বিক্রি করে দিয়েছে। বাড্ডার দুলাভাইই সব ব্যবস্থা করেছেন। মুমু ও কুমুও এখন আপাতত স্কুলে যাচ্ছে না। তারা বাসায় থাকছে। রোজ নিয়ম করে তারা কোরান শরিফ পড়া শিখছে তাদের নানির কাছ থেকে। মিরপুরে একটা সরকারি বাংলা স্কুলে তাদের ভর্তি করানোর চেষ্টা চলছে। মার্চ মাস। ভর্তির সময়ও শেষ।

আয় বুঝে ব্যয় করতে হবে। তাদের কোনো আয় নেই।

সাবিনা একটা চাকরি নিয়েছে। একটা ট্রাভেল এজেন্সিতে। আপাতত ফ্রন্ট ডেস্কে বসে সে। সে টিকেটিং শিখছে, অন লাইনে কী করে বুকিং দিতে হয়, কী করে কানেকটিং ফ্লাইট ধরতে হয়, এই কাজগুলো সে শিখে নিচ্ছে অফিসের সহকর্মী নিশাতের কাছ থেকে। নিশাত মেয়েটা চটপটে, তরুণী, প্রথম থেকেই সাবিনাকে সহযোগিতা করছে। সাবিনার দুঃখের কাহিনি সে খুব ভালো করে জানে।

গুলশান দুই নম্বরে সাবিনার অফিস। সেই অফিসে সে যায় টেম্পোতে চড়ে। বাসা থেকে বেরিয়ে হেঁটে চলে আসে বড় রাস্তায়। সেখানে সে টেম্পো ধরে। টেম্পো গুলশান দুই নম্বর গোল চক্করে তাকে নামিয়ে দেয়। সেখান থেকে হেঁটে সে চলে আসে তাদের ট্রাভেল এজেন্সি অফিসে।

গাড়িটাও তারা বিক্রি করে দিয়েছে। টয়োটা করোলা জি। ভালো দাম পাওয়া গেছে। ওই টাকাতে তাদের ধানমণ্ডির ফ্ল্যাটের খরচ, এবিসি অফিসের ভাড়া ইত্যাদি বেশ কিছুদিন চলেছে। মাসুম ছেলেটা অফিসের ফার্নিচার সব বিক্রি করে দিয়ে পালিয়ে গেছে।

হাতে এখনো বেশ কিছু টাকা রয়ে গেছে। সাবিনা সেসব রেখে দিয়েছে দুর্দিনের সঞ্চয় হিসেবে। বলা যায় না, তার শরীরটা যদি হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়, মেয়ে দুটো নিয়ে সে তো একেবারে পথে বসে পড়বে। থাকুক কিছু টাকা।

মুমু আর কুমু মন খারাপ করে থাকে। তবে কোরান শরিফ [illegible], নামাজ-কালাম পড়ছে, তাদের দিন চলেই যায়। স্থানীয় সরকারি [illegible] বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দিতে পারলেই আপাতত কোনো [illegible] থাকে না।

একটা টেম্পো এল। দুটো সিট বোধহয় [illegible]ছে। কিন্তু অনেকগুলো লোক দৌড়ে সেই টেম্পোর পেছ[illegible] ধরে ফেলল। সাবিনা পরেরটায় যাবে। সে হাতে যথেষ্ট [illegible] বেরিয়েছে।

তার পরনে সালোয়ার কামিজ। মাথায় [illegible]। তার জামা ফুলহাতা।

গরমে একটু একটু করে ঘামছে সে।

বাড্ডার দুলাভাই তাকে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। বলেন, কী ছিলে, কী হলো ? এরই নাম বিধিলিপি।

বাড্ডার দুলাভাই তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন এডভোকেট আমিন উদ্দীনের কাছে। তিনিও দুলাভাইয়ের বন্ধু মানুষ। সাবিনা তাকে বলেছিল, আবুল বাশার কবে আসবে, সেই আশায় আমরা আছি, থাকব। কিন্তু আপাতত তার ব্যাংকের টাকা, তার সম্পত্তি এসবের মালিকানা তো আমাদের বুঝে পেতে হবে। আমাদের তো সংসার চলছে না।

উকিল সাহেব বইপত্র দেখলেন। তারপর চোখের চশমাটা নাকে নামিয়ে বললেন, বাংলাদেশের প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের ১০৮ ধারা। এতে বলা হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি যদি সাত বছরের জন্য নিখোঁজ থাকে, তাহলে ধরে নিতে হবে তার মৃত্যু হয়েছে। এ- ক্ষেত্রে তার উত্তরাধিকারীরা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অংশ উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী পাবে।



আপনার যেহেতু দুই মেয়ে, ছেলে নাই, তাতে আপনার স্বামীর মা, ভাই, ভাস্তেরাও ভাগ পাবে। কীভাবে পাবে সেটার আইন আছে।

ওর মা বেঁচে নাই। সৎ মা আছে। সৎ ভাইবোন আছে। কিন্তু সেটা পরের কথা। এখন তো কেবল ছয়মাস ১৩ দিন চলছে। সাত বছর আসতে তো আরও অনেকদিন বাকি। এর আগে কী করা যায় ?

কিছুই করার নাই। গুম বা নিখোঁজ হওয়া ব্যক্তির ফিরে আসার জন্য সাত বছর অপেক্ষা করতে হবে। সাত বছরের মধ্যে যদি তিনি ফিরে না আসেন, তাহলে তাকে

মৃত ধরে নেওয়া হবে। এরপরে তার সম্পত্তির ভাগবণ্টন হবে। তার আগে নয়। আদালতে উত্তরাধিকার সনদপত্র পেতেও উত্তরাধিকারীকে নিখোঁজ হওয়ার সাত বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

উকিলের কাছ থেকে ফেরার সময়েই সাবিনা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে ধানমণ্ডির ফ্ল্যাট তারা ছেড়ে দেবে। ব্যয় না কমালে তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

সাবিনার দু'ভাই কিছু কিছু সাহায্য করেছেন। দু'বারে তারা ত্রিশ হাজার টাকা দিয়েছেন। এটা কোনো টাকাই নয়। তাদের ফ্ল্যাটে বিদ্যুৎ বিলই আসে মাসে ১২.হাজার টাকা।

জিনিসপাতির দামও প্রচণ্ড। আগে সাবিনা কোনো ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে গিয়ে একেবারে সবকিছু কিনে গাড়িতে তুলে নিয়ে আসত। কত টাকা বিল হয়েছে? শুনে টাকা গুনে দিত। এখন আর সেদিন নাই। সে বাজারে যায়। টিপে টিপে তরকারি কেনে। কোনটার কেজি কত, সে জানে। বাজারে যে আগুন লেগেছে, এটা এখন তার খুব ভালোভাবেই জানা।

টেম্পো এসে গেল। এটাতে একটা জায়গা পাওয়া গেল। শেষের আসনটায় সে বসেছে। একপাশে তার ব্যাগটা রেখেছে। ওই পাড়ের লোকটার গা ঘেমে নেয়ে একাকার। গা থেকে গন্ধ আসছে। সাবিনা তার হাতের ব্যাগটা দুজনের মধ্যে রেখেছিল। টেম্পোর হেলপার ছেলেটা বলল, খালাম্মা, ব্যাগটা তুইলা কোলে থোন, আরেকজন বইতে পারব।

টেম্পো চলতে শুরু করলে বাতাস লাগে। বসন্তের বাতাস। সাবিনার আরাম বোধ হয়।

সেদিন সে কাগজে পড়েছে, হেড লাইন, একজন গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তির স্ত্রী বলেছেন, এর চেয়ে ক্রস ফায়ার ভালো ছিল। আমরা অন্তত জানতে পারতাম, তিনি বেঁচে নেই। আমরা তার কুলখানি করতে পারতাম। তার মৃত্যুবার্ষিকী করতে পারতাম।

সাবিনা সেই খবর পড়ে হেসেছে। কুলখানি, মৃত্যুবার্ষিকী পালন করার কী এমন দরকার? সবচেয়ে বেশি যা দরকার, গুম হয়ে যাওয়া মানুষটা রেখে যাওয়া সম্পদ আর সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাওয়া।

নিকেতনের জমিটার জন্য বিল্ডাররা পেছন পেছন ঘুর[illegible]। তারা বলল, ৫ কাঠা জমির জন্য তিনটা ফ্ল্যাট আর নগদ ৫[illegible] টাকা দেবে। ওই চুক্তিটা হয়ে গেলে সাবিনাকে এত কষ্ট কর[illegible] হতো না। মুমু আর কুমুকেও স্কুল ছাড়তে হতো না। কিন্তু যখন শু[illegible]ল, [illegible]ত বছরের আগে ওই সম্পত্তির ফয়সালা হবে না, তখনই তারা [illegible]। আর ফয়সালা হলেও যেহেতু আবুল বাশারের দুইটাই [illegible] ভাই-ভাস্তেরা এসে জমি নিয়ে ঝামেলা করতে পারে। জমি নি[illegible] নয়, এই অজুহাতে তারা চলে গেল।

খালাম্মা, ভাড়া দেন। সাবিনা পাঁচ টাকা বের করে দিল।

খালাম্মা, ছয় টাকা ভাড়া।

কবে থেকে?

কেন আপা, আপনে রোজ যাওয়া-আসা করেন না? জানেন না?

তোমরা তো রোজ ভাড়া বাড়াও। খুচরা নাই।

কত টাকা?

একশ টাকা।

দেন। খুচরা দিতেছি।

সাবিনা ব্যাগ হাতড়ে একটা এক টাকার কয়েন পেয়ে গেল।

সাবিনার টেম্পো এসে গুলশান দুই নম্বরে থামল। সাবিনা নেমে গেল।

আজ কুমুর জন্মদিন। জন্মদিনটা আজ বিশেষভাবে পালন করা হবে না। এই নিয়ে কুমুর মন মোটেও খারাপ নয়। তারা নতুন স্কুলে ভর্তি হয়েছে। নতুন স্কুল, নতুন ধরনের [illegible] নতুন বন্ধু...তার ভালোই লাগছে। এই স্কুলে সে সবচেয়ে ভালো করছে ইংরেজিতে। কারণ এর আগে সে পড়েছে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে। অঙ্কে সে ভালোই করে। তবে উনিশ বললে সে পাশের জনকে জিগ্যেস করে, উনিশ কী? নাইনটিন?

মুমুর বরং নতুন স্কুলের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে কষ্ট হচ্ছে বেশি। সমাজবিজ্ঞান বই মুখস্থ করে যেতে হয়। বাংলা বইয়ের এইসব লেখার সে মানেই বোঝে না। বোকার মতো না বুঝেই তাকে মুখস্থ করে যেতে হচ্ছে। ক্লাস এইটে পড়ছে সে এই স্কুলে।

কুমু আর মুমু স্কুল থেকে ফিরেছে দুপুর আড়াইটায়। তারা হেঁটেই স্কুলে যায়। দুই বোন একসঙ্গে যায়। একসঙ্গে ফেরে।

স্কুল থেকে ফিরে তারা লাউ আর শোল মাছ দিয়ে ভাত খেয়ে নিল।

মহুয়া এখনো তাদের সঙ্গে থাকে। আর নানি চলে গেছেন তার ছেলের কুষ্টিয়ার বাড়িতে।

স্কুল থেকে ফিরে লাউ-মাছ-ভাত খেতে খেতে মুমু বলল, কুমু, তোর জন্য একটা গিফট এনেছি।

কী গিফট?

খেয়ে উঠে দেখ।

কুমু বলল, না, খা[illegible] শেষ হতে অনেক বাকি। তুমি এখনই দাও।

মুমু ভাতমাখা [illegible] উঠে তাদের শোবার ঘরে বইপত্রের আড়াল থেকে একটা [illegible] আনল।

কুমু [illegible] খুশি হয়ে বলল, পেন্সিল বক্স! কোত্থেকে আনলা?

মু[illegible] [illegible]জিক করে।

ভা[illegible] সেরে কুমু বক্সটা খুলতেই সে বলে উঠল, হ্যাপি বার্থ ডে [illegible]উ

কুমু আনন্দে জড়িয়ে ধরল তার আপুকে।

মুমু এটা আসলে কিনে আনে নি। এটা সে পেয়েছিল তার আট নম্বর জন্মদিনে। তখন কুমুর বয়স ছিল তিন। কুমুর কিছু মনে নাই। মা এটা আলমারিতে তুলে রেখেছিলেন। গতরাতে এটা বের করে মুমুর হাতে দিয়ে বলেছিলেন, স্কুল থেকে ফেরার পর এটা কুমুকে দিয়ো। ও খুশি হবে।

কুমু বলল, আপু, কাল রাতে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি। ড্যাডি ফিরে এসেছে। আমরা আমাদের হোন্ডা সিআরভি গাড়িটাতে চড়ে বেড়াতে বের হয়েছি। আমরা একটা স্প্যানিশ রেস্টুরেন্টে খেতে গেছি।

মুমু বলল, কখন স্বপ্ন দেখেছিস? ভোররাতে? না আরলি নাইটে?

ভোরে। স্বপ্ন দেখার পরেই ঘুম ভেঙে গেছে।

মুমু জড়িয়ে ধরল কুমুকে। বলল, ভোরে দেখা স্বপ্ন সত্য হয়। তার মানে ড্যাডি ফিরে আসবে।

বাইরে ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ছে।

বৃষ্টি থামার আর লক্ষণ নাই। ওরা দুজন ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে বৃষ্টি দেখছে।

মাম ফিরল সন্ধ্যায়। ভিজে জপজপে হয়ে গেছেন। ঘরে ঢুকলেন। তার ভেজা কাপড় থেকে পানি গড়িয়ে ঘরের মেঝেতে বন্যা দেখা দিল। মহুয়া একটা নেকড়া এনে সেই পানি মোছার চেষ্টা করতে লাগল।

মাম বললেন, তোমার জন্য কেক এনেছি মা।

কুমু গেল মামের কাছে। মাম ভেজা কাপড় পাল্টানোর জন্য শুকনো কাপড় আর তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে ঢুকলেন।

কুমু অপেক্ষা করতে লাগল।

মা বেরুলেন। তিনি তার হাতব্যাগ থেকে একটা টিস্যু পেপার মোড়ানো একটা কেকের টুকরা বের করলেন। দুপুরে

তাদের অফিসে একজন ক্লায়েন্ট একটা কেক দিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে তিনি বড় একটা টুকরা কেটে রেখেছিলেন।

কেক দেখে মুমুর চোখে জল চলে এল।

কুমুর গত জন্মদিনে তারা সোনারগাঁ হোটেল থেকে ১০ কেজির একটা কেক এনেছিল। ড্যাডির সঙ্গে হোটেল সোনারগাঁয় মুমুও গিয়েছিল।

মুমু আবার জানালার ধারে দাঁড়াল। বৃষ্টি পড়ছে। সে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টি ধরছে। বৃষ্টির পানি এনে সে চোখ মুছছে। মাত্র একটা বছরে মানুষের জীবনের ওপর দিয়ে এত ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে যেতে পারে! সামনের কৃষ্ণচূড়া গাছের ডালপালা-পাতা ঝড়ো বাতাসে দুলছে। আধো অন্ধকারে মুমু সেটাই দেখছে।

বিদ্যুৎ চমকাল।

সেই বিদ্যুতের আলোয় চকচক করে উঠল মুমুর চোখের জল।



ট্রাভেল এজেন্সিতে সাবিনা খুব ভালো করছে। টিকেটিং শিখে গেছে সে।

অফিসের কম্পিউটারে সারাক্ষণ বসে থাকে। ইন্টারনেটের লাইন তো সারাক্ষণ দেওয়াই থাকে কম্পিউটারে।

সাবিনা একটা পেইজ খুলেছে ফেইসবুকে। রিটার্ন ব্যাক আবুল বাশার। প্রথমে তেমন সাড়া পাওয়া যায় নি। এখন প্রায় ১২০০ জন তার পাতায় লাইক দিয়েছে।

সেই পাতায় একটা ইনবক্স মেইল এসেছে।

যিনি লিখেছেন, তার নাম সাগর আহমেদ।

তিনি লিখেছেন, এই পেইজ-এর এডমিন কে ? আপনি কি আমাকে আবুল বাশারের ওয়াইফ সাবিনা ইয়াসমিনের ফেইসবুক আইডি দিতে পারবেন ?

সাগর আহমেদের প্রোফাইলে ঢুকল সাবিনা। লোকটা এক[illegible]। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি সোশ্যাল সাইন্স পড়ান।

সাবিনাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রী ছিল।

লোকটা দেখতেও খুব সুন্দর। জন্ম সাল দেখে বোঝা [illegible]।

সাবিনা তাকে লিখল: আমিই সাবিনা। এই পেজে[illegible] আমার নিজের একটা আইডি আছে বটে। কিন্তু সেটার [illegible]া পাখি।

সাগর আহমেদ নিজের পরিচয় জানাল। [illegible] আমি আপনার ব্যাপারটা ফলো করছি। আপনার স্বামী [illegible]হেন। তাকে আস্তে আস্তে সবাই ভুলে যাচ্ছে। আপনি একা তার [illegible]ন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। আপনার এই সংগ্রামের প্রতি আমি সমর্থন জা[illegible]চ্ছি।

এইভাবে কথামালার শুরু। আস্তে আস্তে আরও অন্তরঙ্গ কথাবার্তা। জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানানো।

একদিন সাগর এসে হাজির হলেন অফিসে। আমি একটু মালয়েশিয়া যাব। আমার একটা টিকিট করে দিন না।

তাকে দেখে বুক কাঁপতে লাগল ৩৮ বছরের সাবিনার। কেন ?

সাবিনা জিনিসটাকে পেশাদারি কাজ হিসেবেই নেওয়ার চেষ্টা করল। টিকিট করে দিল।

মালয়েশিয়ায় গিয়ে সাগর কী করছেন, না করছেন, নিয়মিতই লিখতে লাগলেন সাবিনাকে।

ফিরে আসার পরে সাবিনার অফিসে তিনি হাজির হলেন অনেকগুলো চকলেট, একটা হাতের ব্রেসলেট আর একটা ছোট্ট মুখোশ নিয়ে।

তারপর তারা একদিন দুপুরে লাঞ্চ করতে গেল একটা রেস্টুরেন্টে। সাগর আহমেদের ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস বারিধারাতে। কাজেই তার আসতে মোটেও অসুবিধা হলো না।

সেখানেই তিনি বলে বসলেন তার প্রস্তাবটা।

সাগর সুপের বাটিতে চামচ ডুবিয়ে বললেন, সাবিনা, আপনিও ম্যাচুরড। আমিও ম্যাচুরড।

সাবিনা বললেন, আমার বাচ্চা ক্লাস এইটে পড়ে।

সাগর বললেন, এই বয়সে তো আর প্রেম করা যাবে না। শুনুন, আমি একজন সিংগেল মানুষ। আমার বিয়ে হয়েছিল। সেই বিয়ে টেকে নি। আমি একা থাকি। টেলিভিশনে প্রথম যেদিন আপনাকে দেখাল, সেদিনই আপনাকে আমার খুব ভালো লেগে গেছে। আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই।

সাবিনা বলল, তা সম্ভব নয়। কারণ আমার স্বামী আছে।

আপনার স্বামী তো গুম হয়ে গেছে। সাদা পাঞ্জাবিতে সামান্য সুতার কাজ, সাগর আহমেদকে দেখতে রেস্টুরেন্টের স্বল্প আলোয় লাগছে দেবদূতের মতো।

সাবিনা মুগ্ধ হয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ না সরিয়েই সে বলল, অন্য কোনো কারণ বাদ দিন, সাত বছর আগে একজন গুম হয়ে যাওয়া মানুষকে মৃত বলে ধরে নেওয়া যাবে না। এটা গেল আইনের কথা। কাজেই আমি সাত বছর আগে বিয়ে করতে পারব না। আর আমার কথা যদি বলেন, সাত বছর পরেও আমি বিয়ে করতে পারব না। যদি সে ফিরে আসে? বিয়ের দুদিন পরে দেখা গেল সে ফিরে এসেছে। আমি তখন তাকে কী বলব? সাবিনার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। তার গলা আটকে যাচ্ছে। কান্নার একটা দলা আটকে আছে তার কণ্ঠনালিতে।

আপনার স্বামী কি বেঁচে আছে বলে আপনি মনে করেন।

হ্যাঁ। সাবিনা বলল।

আপনি একজন অপূর্ব মানুষ। আপনার স্বামী আবুল বাশার খুবই ভাগ্যবান ছিলেন।

ছিলেন বলবেন না। বলেন, ভাগ্যবান।

আমি আপনাকে ব্যথা দিতে চাই না। আপনি একটা আশা নি[illegible] আছেন। এই আশাটাকে বাঁচিয়েই রাখতে হবে। তিনি নিশ্চয়ই [illegible] আছেন। যে যত কথাই বলুক না কেন। কাগজে লিখেছে, ওনাকে [illegible] প্রথম দিকেই মেরে ফেলা হয়েছে। আমি সেটা বিশ্বাস কর[illegible] আপনাকে দেখে আমি বুঝছি। কথাটা কত ভুল। আ[illegible] বেঁচে আছেন।

হ্যাঁ। আবুল বাশার বেঁচে আছে। তবে [illegible] ফলেই ভালো করত। সে যদি বেঁচে না থেকে মারা যেত. [illegible] মেয়ে দুটোর জীবন ওলটপালট হয়ে যেত না।

সাবিনা হাত বাড়িয়ে জীবন আহমেদে[illegible]তের কব্জি ধরল।

বাইরে আবার বৃষ্টি হচ্ছে।

ওরা বাইরে বেরিয়ে দেখল, রাস্তাঘাট সব ডুবে গেছে।

সাগর বললেন, আপনি একটু দাঁড়ান, আমি গাড়িটা কাছে আনছি।

সাগরের পাশে বসে আছে সাবিনা। গাড়ির ওয়াইপার দ্রুত এদিক-ওদিক করছে।

সাবিনা বলল, গাড়ির কাচ ঘোলা হয়ে যাচ্ছে। কাচটা নামিয়ে দিই?

দিন।

সাবিনা কাচ নামাল। হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির জল নাড়ল। চোখেমুখে পানির ছিটা এসে লাগছে।

আজ কতদিন পরে সে একটা গাড়িতে উঠেছে।

দেড় বছর আগে তাদের দুটো গাড়ি আর দুটো ড্রাইভার ছিল।

গাড়ি সাবিনার অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল। থ্যাংক ইউ ফর দি লাঞ্চ এন্ড থ্যাংক ইউ ফর দি ওয়ান্ডারফুল টাইম... বলতে বলতে সাবিনা নেমে গেল গাড়ি থেকে।

হাত নাড়ল সাগর। লোকটা দেখতে উত্তম কুমারের মতো। সাবিনা ভাবল।

গাড়িটা চলে গেল।

বুকের ভেতরটা কেমন যেন হালকা হালকা লাগছে।

যাই, কাজে মন দিই।

সাবিনা তার অফিসের লিফটের সামনে দাঁড়াল। অনেক বড় লাইন লিফটে।

লিফট এল। সাবিনা লিফটে উঠল। মানুষের শরীরের বিচিত্র গন্ধ।

লিফটের দরজা বন্ধ হচ্ছে।

হঠাৎ সাবিনার মনে হলো, সামনে লাইনে কে দাঁড়িয়ে ওটা!

আবুল বাশার না তো?

সে তাড়াতাড়ি লিফটের দরজা খোলার বোতামে চাপ দিল।

লিফটের দরজা খুলে গেলে লোকজন বিরক্ত হলো। সাবিনা লিফট থেকে নেমে গেল।

আবুল বাশার!

না। একেবারে[illegible] থেকে দেখতে একেবারেই আবুল বাশারের মতোই লেগেছি[illegible] [illegible]ার বুকটা এখনো কাঁপছে।

আজ [illegible] করতে ভালো লাগছে না। সে মোবাইল ফোন বের করে তার ব[illegible]ল, নাইম ভাই, আজকে আর অফিসে না আসি।

[illegible] তো শখ করে কোনোদিন অফিস ফাঁকি দেন নি। একটা বেলা [illegible]য়েছেন। আচ্ছা আজ আর নাই বা এলেন।

তার অফিসের সবগুলো লোক ভালো।

এই দুনিয়ার সবাই ভালো।

বাশার ভালো।

মুমু ভালো।

কুমু ভালো।

মহুয়া ভালো।

সাগর আহমেদ ভালো।

টু টু টু টু। সাবিনার মোবাইলে মেসেজ এসেছে। সাবিনা মোবাইল চোখের কাছে এনে মেসেজটা পড়ল।

সাগর আহমেদ লিখেছেন: আমি সাত বছর অপেক্ষা করব। তবে আমি চাই, তিনি আজই ফিরে আসুন।

সাবিনা বৃষ্টিতে ভিজবে। হেঁটে হেঁটে সে বাড়ি ফিরবে। আজ আর সে টেম্পোতে উঠবে না।

রাস্তায় গার্মেন্টসের মেয়েরা ভিজে ভিজে বাড়ি ফিরছে। সে তাদের ভিড়ে মিশে হাঁটতে লাগল। ■

(প্রতিটা ঘটনা, চরিত্র, সংলাপ কাল্পনিক)